আদর্শ জীবন-চরিত

ইউনিট ৫

ভূমিকা

আদর্শ অর্থ অনুকরণীয়, গ্রহণযোগ্য আচার-আচরণ, অনুসরণীয় চাল-চলন, রীতি-নীতি ইত্যাদি। মানুষের জীবনের সকল কাজ-কর্ম সুন্দর ও সফল করতে বিশ্ববিখ্যাত মনীষীদের জীবনচরিত অনুসরণ করা হয়। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) আমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ। তাঁর জীবনীতেই রয়েছে গোটা মানবজাতির জন্য অনুসরণীয় জীবনাদর্শ। তাঁর আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে আদর্শ জীবন গঠন করেছেন সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ। যাঁরা তাঁর সরাসরি সাহচর্য পেয়েছেন তাঁদেরকে বলা হয় সাহাবি। সাহাবিদের অনুসরণ করে আদর্শ জীবন গঠন করেছেন তাবিয়িগণ। আর তাঁদেরকে অনুসরণ করেছেন তাবি-তাবিয়িন। তাঁরা সকলেই মানবজাতির জন্য উত্তম আদর্শ।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**এই ইউনিটের পাঠগুলো শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত অধ্যয়নে সময় লাগবে সর্বোচ্চ ১৪ দিন।**

এ ইউনিটের পাঠসমূহ-

পাঠ : ১ হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সমকালীন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা
পাঠ : ২ হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর প্রাথমিক জীবন
পাঠ : ৩ হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর নবুওয়াত লাভ
পাঠ : ৪ মহানবি (স.)-এর হিজরত ও মাদানি জীবন
পাঠ : ৫ মক্কা বিজয় ও বিদায় হজ্জ
পাঠ : ৬ হযরত আবু বকর (রা.)
পাঠ : ৭ হযরত উমর (রা.)
পাঠ : ৮ হযরত উসমান (রা.)
পাঠ : ৯ হযরত আলি (রা.)
পাঠ : ১০ ইমাম আবু হানিফা (র.)
পাঠ : ১১ ইমাম বুখারি (র.)
পাঠ : ১২ ইমাম আল-গাযালি (র.) ও ইব্ন জারির আত-তাবারি (র.)
পাঠ : ১৩ চিকিৎসা ও রসায়ন শাস্ত্রে মুসলমানদের অবদান
পাঠ : ১৪ ভুগোল ও গণিত শাস্ত্রে মুসলমানদের অবদান

পাঠ-১ : হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সমকালীন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি-

- মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সকমালীন যুগের অবস্থা বলতে পারবেন।
- জাহিলিয়া যুগের সামাজিক অবস্থার বর্ণনা দিতে পারবেন।
- জাহিলিয়া যুগের সাংস্কৃতিক অবস্থা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্যশব্দ/ Key Words	ইবরাহিম, ইসমাইল, আইয়্যাম, জাহিলিয়া, কাবা, পৌত্তলিক।

বিশ্বনবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর আবির্ভাবের পূর্বে আরবগণ ছিলো অজ্ঞতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন। মহানবি (স.)-এর পূর্ববর্তি নবি ইবরাহিম (আ) এক আল্লাহর ইবাদতের জন্য নিজের পুত্র ইসমাইল (আ)-কে সাথে নিয়ে কাবা ঘর প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু কালক্রমে আরবরা মূর্তিপূজায় জড়িয়ে পড়ে। সমাজে ধর্মের নামে নানা কুসংস্কার চালু হয়। নানা রকম পাপাচার, অনাচার ও অবিচারের ফলে সমাজ কলুষিত হয়ে পড়ে। সর্বশেষ ও বিশ্বনবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর আগমনের পর পুনরায় তাওহিদ বা আল্লাহর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত হয়।

আইয়্যামে জাহিলিয়া

আইয়্যাম (اَيَّامٌ) শব্দটি ইয়াওমুন (يَوْمٌ) শব্দের বহুবচন। অর্থ সময় বা যুগ। আর জাহিলিয়া অর্থ অজ্ঞতা, মুর্খতা ইত্যাদি। সুতরাং আইয়্যামে জাহিলিয়া বলতে অজ্ঞতা, অন্ধকার যুগকে বোঝায়।
ঐতিহাসিকগণের পরিভাষায় মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর পৃথিবীতে আগমনের পূর্বযুগকে আইয়্যামে জাহিলিয়া বলে।

সামাজিক অবস্থা

মহানবি (স.)-এর আবির্ভাবের পূর্বে আরবের লোকেরা নবি-রাসুলগণের শিক্ষা ভুলে গিয়েছিলো। তারা নানা রকম পাপাচার, অনাচার ও অনৈতিক কার্যকলাপে লিপ্ত ছিলো। তাদের কর্মকান্ড ও চালচলন ছিলো অজ্ঞতায় ভরপুর। এ জন্য সে যুগকে অজ্ঞতার যুগ বলা হতো। ন্যায়ভিত্তিক সৎ ও আদর্শ সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই ছিলো না। মানুষের জান, মাল, ইজ্জতের কোনো নিরাপত্তা ছিলো না। নরহত্যা, রাহাজানি, খুন-খারাবি, ডাকাতি, মারামারি, কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়া, জুয়াখেলা, মদপান, সুদ, ব্যভিচার ইত্যাদি ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিলো। নারীদের সামাজিক অবস্থা ছিলো খুবই শোচনীয়। তারা ভোগ-বিলাসের বস্তু হিসেবে বিবেচিত হতো। মানুষকে পণ্য হিসেবে বিক্রি করা হতো। অধিকার বলতে তাদের কিছুই ছিলো না।
কন্যা সন্তান জন্ম নিলে তাকে জীবন্ত কবর দেওয়া হতো। পিতা কন্যা সন্তানের জন্মকে দুর্ভাগ্যজনক মনে করতো। তাদের ব্যাপারে কুরআনে এসেছে, "আর যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ প্রদান করা হয়, তখন তার চেহারা মলিন হয়ে যায় এবং সে মনের মধ্যে ক্রোধ চেপে রাখে। তাকে যে সুসংবাদ দেওয়া হলো তার লজ্জায় সে নিজের লোকদের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়ায়; সে ভাবে অপমান সহ্য করেও তাকে জীবিত রেখে দেবে, না কি মাটির নিচে পুঁতে ফেলবে? (সুরা আন-নাহল ১৬ : ৫৮ ও ৫৯)
আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন,

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ.

"যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিলো?" (সুরা তাকবীর ৮১:৮-৯)
মোটকথা, তৎকালিন সমাজে সব ধরনের পাপাচারের মহোৎসব চলতো।

সাংস্কৃতিক অবস্থা

জাহিলিয়া যুগে মানুষের কিছু উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিলো। যেমন, সাহসিকতা, সত্যবাদিতা বীরত্ব ইত্যাদি। তৎকালিন আরবে শিক্ষার হার কম হলেও সাহিত্যের প্রতি তাদের প্রবল অনুরাগ ছিলো। তাদের ধীশক্তি ছিলো অত্যন্ত প্রখর। তারা মুখে মুখে গীতিকবিতা চর্চা করতো। আরবের উকায নামক স্থানে বাৎসরিক একটি মেলা বসতো। মেলায় প্রসিদ্ধ কবিগণ নিজেদের রচিত কবিতা আবৃত্তি করতো। যে সব কবিতা নির্বাচিত হতো তা সোনালি বর্ণে লিখে পবিত্র কাবা ঘরের দেওয়ালে ঝুলিয়ে দেওয়া হতো। 'আস-সাবউল মুআল্লাকাত' (সাতটি ঝুলন্ত গীতিকবিতা) জাহিলিয়া যুগের নির্বাচিত কবিতারই সংকলন। কবিতা রচনার কারণে আরবরা জাহিলিয়া যুগেই বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেছিলো। সাহিত্যিক মানের দিক থেকে তাদের কবিতা ছিলো খুব উন্নত।

কাব্যচর্চার পাশাপাশি তারা বংশলতিকা মুখস্ত করণে ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করেছিলো। এছাড়া ঘোড়দৌড় ও তীর নিক্ষেপের প্রতিযোগিতা তাদের মধ্যে ছিলো। তাদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিলো অতিথি আপ্যায়ন।

সারসংক্ষেপ

রাসুলুল্লাহ (স.)-এর আগমনের পূর্ব যুগকে জাহিলিয়া যুগ বলা হয়। এ যুগে আরবদের অসৎ গুণাবলির পাশাপাশি কিছু সৎগুণাবলিও লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন আরবদের সাংস্কৃতিক জীবনে অসংখ্য প্রবাদ-প্রবচনের উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়া নানা কিংবদন্তি ও মুখরোচক কাহিনী এবং বাগ্মিতার প্রচলন ছিলো। তবে তাদের সাংস্কৃতিক চর্চার প্রধান মাধ্যম ছিলো কবিতা।

অ্যাকটিভিটি/ শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থী জাহিলিয়া যুগের সামাজিক অবস্থার ওপর একটি অনুচ্ছেদ লিখে শিক্ষককে দেখাবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মহানবি (সা)-এর আবির্ভাবের পূর্ব যুগকে 'আইয়্যামে জাহিলিয়া' বলার কারণ–

!. ঐ সময়ে মানুষ অশিক্ষিত ছিলো

!!. মানুষ রাতে অন্ধকারে চলাফেরা করতো

!!!. মানুষ আল্লাহর বিধান ভুলে পাপাচারে লিপ্ত হয়েছিলো

নিচের কোন্‌টি সঠিক?

ক ! খ !!

গ ! ও !! ঘ !!!

২. মহানবি (সা)-এর আবির্ভাবের পূর্বে নারীদের অবস্থা কেমন ছিলো?

ক. নারীরা অশিক্ষিত ছিলো খ. নারীরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিলো

গ. নারীরা অধিকার সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলো ঘ. নারীদের কোনোরূপ মূল্যায়ন করা হতো না

উত্তরমালা : ১ (ঘ), ২ (ঘ)

পাঠ-২ : হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর প্রাথমিক জীবন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি-

- মুহাম্মদ (স.)-এর জন্মকাল সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- মুহাম্মদ (স.)-এর শৈশবকালের বিবরণ দিতে পারবেন।
- মুহাম্মদ (স.)-এর যৌবনকাল সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।

মুখ্যশব্দ/ Key Words	কুরাইশ, বনু হাশিম, আমুল ফিল, ইনসাফ, কবর যিয়ারত, আবদুল মুত্তালিব ও সফর।

জন্ম

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) ১২ রবিউল আউয়াল সোমবার আরবের বিখ্যাত কুরাইশ বংশের বনু হাশিম গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। সময়কাল ছিলো 'আমুল ফিল' বা হস্তীবাহিনীর বছর অর্থাৎ ৫৭০ খ্রিস্টাব্দ।

নাম ও বংশপরিচয়

তাঁর নাম মুহাম্মদ। পিতার নাম আবদুল্লাহ এবং মাতার নাম আমিনা। দাদার নাম আবদুল মুত্তালিব এবং নানার নাম ওহাব ইব্ন আবদ মানাফ। জন্মের পূর্বেই তাঁর পিতা আবদুল্লাহ ইনতিকাল করেন। ছয় বছর বয়সে তাঁর স্নেহময়ী মাতা ইনতিকাল করেন। উল্লেখ্য যে, তাঁর দাদা প্রদত্ত নাম মুহাম্মদ এবং তাঁর মায়ের দেওয়া নাম ছিলো আহমাদ। তবে নবুওয়াতের পূর্বে তিনি আল-আমিন হিসেবে বেশি প্রসিদ্ধ ছিলেন।

প্রাথমিক জীবন

আরবের প্রথানুযায়ী জন্মের পর রাসুলুল্লাহ (স.) হালিমা সাদিয়া (রা.)-এর তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হন। হযরত হালিমা (রা.) ছিলেন বনু সাদ গোত্রের লোক। বনু সাদ গোত্র বিশুদ্ধ আরবিতে কথা বলতো। এ জন্য মুহাম্মদ (স.) বিশুদ্ধ আরবি ভাষায় কথা বলতে শেখেন।

মহানবি (স.) বনু সাদ গোত্রে ছয় বছর কাটিয়েছেন। এ সময় একদিন তাঁর বক্ষ বিদারণ হয়। এ বিস্ময়কর ঘটনার পর হালিমা (রা.) ভয় পান। তিনি তাঁকে তাঁর মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেন। মা হযরত আমিনা শিশু মুহাম্মদ (স.)-কে নিয়ে তাঁর পিতার কবর যিয়ারত করার উদ্দেশ্যে মদিনায় যান। ফেরার পথে 'আবওয়া' নামক স্থানে তিনি ইনতিকাল করেন।

মায়ের ইনতিকালের পর তাঁর দায়িত্ব নেন- দাদা আবদুল মুত্তালিব। তাঁর বয়স যখন আট বছর; তখন দাদা আবদুল মুত্তালিব ইনতিকাল করলেন। এরপর তাঁকে লালন-পালনের দায়িত্ব বর্তায় তাঁর চাচা আবু তালিবের ওপর।

চাচা আবু তালিবের সাথে তিনি সিরিয়া সফর করেন। তাঁর বয়স তখন বারো বছর। এ সফরে আবু তালিব ও তাঁর কাফেলার লোকেরা মহানবি (স.)-এর মাঝে অনেক অলৌকিক ঘটনা দেখতে পান। এ কারণে আবু তালিবের মনে তাঁর প্রতি গুরুত্ব আরও বেড়ে যায়। উল্লেখ্য যে, মহান আল্লাহ শৈশব থেকেই মহানবি (স.)কে সর্বপ্রকার পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত রাখেন।

নবি করিম (স.)-এর পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের সময় কুরাইশগণ কাবা ঘর পুনর্নির্মাণে হাত দেয়। 'হাজরে আসওয়াদ' যথাস্থানে স্থাপনের সময় আসল। তখন তাদের মধ্যে বিবাদ দেখা দিল। তা কোথায় স্থাপন করা হবে এবং কারা করবে, এ নিয়ে বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে গৃহযুদ্ধ বাধার মতো অবস্থা সৃষ্টি হলো। তারা সকলে মিলে সিদ্ধান্ত নিলো, যে ব্যক্তি আগামীকাল ভোর

বেলায় সেখানে প্রথম প্রবেশ করবে সে এ বিষয়ে ফয়সালা দেবে। পরেরদিন ভোর বেলায় প্রথমে যিনি আসলেন তিনি হলেন মুহাম্মদ (স.)। সকলে খুশি হলো। সমস্বরে বলে উঠলো, আল-আমিন এসেছেন। তাঁকে সকলেই বিচারক হিসেবে মেনে নিলো। তিনি একটি চাদরে 'হাজরে আসওয়াদ' রেখে বললেন, প্রত্যেক গোত্রের একজন করে চাদরের কিনারা ধরো, সকলে তাই করলো। এরপর তিনি নিজ হাতে পাথরটি উঠিয়ে যথাস্থানে রাখলেন। এভাবে বিবাদ মিটে গেল। সকলেই খুশি মনে ফিরে গেলো।

সারসংক্ষেপ

মহানবি (স.)-এর নবুওয়াতপূর্ব জীবনের চারিত্রিক গুণাবলি, ন্যায়নিষ্ঠা, আমানতদারিতা ও সত্যবাদিতার কারণে জাহিলিয়া যুগে আরবের লোকজন তাঁকে আল-আমিন বা পরম বিশ্বস্ত বলে ডাকতো। আমরা সর্বদা মহানবি (স.)-এর আদর্শ অনুসরণ করে চলার চেষ্টা করবো।

অ্যাকটিভিটি/ শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থী মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) কর্তৃক হাজরে আসওয়াদ যথাস্থানে রাখার ঘটনাটি মুখস্থ করে শিক্ষককে শোনাবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. হযরত মুহম্মদ (সা)-এর দাদার নাম কী ছিলো?

ক. আদনান　　খ. ফিহ্‌র
গ. আবদুল মুত্তালিব　　ঘ. কুসাই

২. দুধমাতা হালিমা মহানবি (স.)-কে কত বছর মাতৃস্নেহে লালন-পালন করেন

ক. চার বছর　　খ. পাঁচ বছর
গ. ছয় বছর　　ঘ. সাত বছর

৩. দাদার ইনতিকালের পর মুহম্মদ (সা) কার আশ্রয়ে পালিত হন?

ক. আব্বাস (রা.)　　খ. আবু তালিব
গ. হারিস　　ঘ. আমির হামযা (রা.)

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

সাদ ও সানি দুই বন্ধু। তারা একদিন ওয়াজ শুনতে গেল। প্রধানবক্তা মহানবি (স.)-এর আবির্ভাবকালীন আরবের অবস্থা, তাঁর শৈশব ও কৈশোরকাল সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। আলোচনা শুনে তারাও একমত হলো যে, মুহাম্মদ (স.) ছিলেন সমগ্র মানবজাতির আদর্শ। অতঃপর তারা বললো, আমরা সকল ক্ষেত্রে তাঁর জীবনাদর্শ অনুসরণ করবো।

ক. আইয়ামে জাহিলিয়া অর্থ কী? ১
খ. আইয়ামে জাহিলিয়ার পরিচয় দিন। ২
গ. মহানবি (স.)-এর শৈশব ও কৈশোরকাল সাদ ও সানির জীবনে কীরূপ প্রভাব ফেলছে? আলোচনা করুন। ৩
ঘ. আইয়ামে জাহিলিয়ার সামাজিক ও সাংস্কৃতি অবস্থার বিবরণ দিন। ৪

উত্তরমালা

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন : ১ (গ), ২ (গ), ৩ (খ)

পাঠ-৩ : হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর নবুওয়াত লাভ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি-

- মহানবি (স.)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির ঘটনা বলতে পারবেন।
- নবুওয়াত প্রাপ্তির পর তাঁর দাওয়াতি কাজের বিবরণ দিতে পারবেন।

মুখ্যশব্দ/ Key Words	নবুওয়াত, হেরা পর্বত, ফেরেশ্‌তা, ওহি খাদিজা (রা.) ও ওয়ারাকা ইব্‌ন নওফেল।

নবুওয়াত লাভ

জাহিলিয়া যুগের পাপাচার, খুন-খারাবি এবং মানবতার অবক্ষয় ও নৈতিক অধপতন হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে বিচলিত করে তুলে। মানবজাতির মুক্তির চিন্তায় তিনি ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। আল্লাহ তায়ালা এ সময়ে তাঁর কাছে নির্জনতা প্রিয় করে দিলেন। কীভাবে মানুষকে মুক্তি দেওয়া যায়, তা নিয়ে তিনি ভাবতে থাকেন। অতঃপর তিনি ধ্যানে মগ্ন থাকার নিমিত্তে কাবার অদূরে হেরা পর্বতকে বেছে নেন। ইতোমধ্যে মহানবি (স.)-এর বয়স চল্লিশ বছরে পৌঁছলে, আল্লাহ তাঁকে নবুওয়তের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন। তাঁর কাছে ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল (আ.) এসে বললেন, পড়ুন। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, আমি তো পড়তে জানি না। নবি করিম (স.) বলেন, তখন তিনি আমাকে ধরে এমনভাবে চাপ দিলেন যে, আমার খুব কষ্ট হতে লাগল। তারপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বলেন, পড়। আমি বললাম : আমি পড়তে জানি না। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, তিনি দ্বিতীয়বার আমাকে ধরে এমনভাবে চাপ দিলেন যে, আমার অত্যন্ত কষ্ট হতে লাগলো। এরপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বলেন, পড়! এবারও আমি একই উত্তর দিলাম। তৃতীয়বার তিনি আবার আমাকে চেপে ধরেন এবং ছেড়ে দিয়ে বলেন,

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ . خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ . اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ . الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ . عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ .

"পাঠ করুন, আপনার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্তপিণ্ড হতে। পাঠ করুন, আর আপনার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানতো না।" (সুরা আল-আলাক ৯৬ : ১-৫)

এ ঘটনার পর তিনি তাঁর স্ত্রী খাদিজা (রা.)-এর কাছে গেলেন এবং ঘটনা বিস্তারিত বর্ণনা করলেন। তিনি খাদিজা (রা.)-এর কাছে এসে বলেন, আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও। তিনি তাঁকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দিলেন। অতঃপর তিনি বললেন, আমি আমার নিজের উপর আশঙ্কাবোধ করছি। খাদিজা (রা.) বললেন, আল্লাহর কসম! কখনই না, আল্লাহ আপনাকে কখনও অপমান করবেন না।

এরপর মহানবি (স.)-কে খাদিজা (রা.) তাঁর চাচাত ভাই আসমানি কিতাবের পণ্ডিত ওরাকা ইব্‌ন নওফেলের নিকট নিয়ে যান। অতঃপর মহানবি (স.) তাঁর কাছে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দেন। সকল ঘটনা শুনে ওয়ারাকা ইব্‌ন নওফেল বলেন, এতো সেই দূত, যাঁকে আল্লাহ তায়ালা মুসা (আ.)-এর নিকট পাঠিয়েছিলেন। হায় আফসোস! আমি যদি সেদিন যুবক থাকতাম, আমি যদি সেদিন পর্যন্ত জীবিত থাকতাম, যেদিন তোমার কওম তোমাকে দেশ থেকে বের করে দেবে। তখন মহানবি (স.) বলেন, তারা কি আমাকে দেশ থেকে বের করে দেবে? তিনি বলেন, হ্যাঁ। অতীতে যে-ই তোমার মতো কিছু নিয়ে এসেছে, তার সাথেই শত্রুতা করা হয়েছে। আমি যদি সেদিন পর্যন্ত জীবিত থাকি, তাহলে অবশ্যই তোমাকে সর্বাত্মক সাহায্য করবো। এভাবেই রাসুলুল্লাহ (স.)-এর উপর ওহির সূচনা হয়।

প্রচার কাজের সূচনা

রাসূলুল্লাহ (স.)-এর দাওয়াত ছিলো-

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ.

"আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর রাসুল।"

সুরা আল-মুদ্দাস্সির নাযিল হওয়ার পর তাঁর উপর লোকদের দাওয়াত দানের নির্দেশ দেওয়া হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ . قُمْ فَاَنْذِرْ . وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ . وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ . وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ.

"হে বস্ত্রাচ্ছাদিত! উঠুন, আর সতর্ক করুন এবং আপনার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন। আপনার পরিচ্ছদ পবিত্র রাখুন এবং পৌত্তলিকতা পরিহার করে চলুন।" (সুরা আল-মুদ্দাসসির ৭৪ : ১-৫)

এ সুরা নাযিল হওয়ার পর রাসুলুল্লাহ (স.) গোপনে দাওয়াতি কাজ শুরু করেন। গোপনে দাওয়াত দানের শুরুর দিকে হযরত খাদিজা (রা.), যায়িদ ইব্ন হারিসা (রা.), আলি ইব্ন আবি তালিব (রা.) এবং আবু বকর (রা.) প্রমূখ ইসলাম গ্রহণ করেন। এভাবে গোপনে ক্রমান্বয়ে আরবের লোকেরা ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিতে শুরু করে। এরপর তাঁকে প্রকাশ্যে দাওয়াত দানের নির্দেশ দেওয়া হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَاَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. فَاِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ اِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ.

"আপনার নিকট-অত্মীয়বর্গকে সতর্ক করে দিন এবং যারা আপনার অনুসরণ করে সেই সমস্ত মু'মিনদের প্রতি বিনয়ী হোন। তারা যদি আপনার অবাধ্যতা করে তবে আপনি বলুন, তোমরা যা করো তা হতে আমি দায়মুক্ত।" (সুরা আশ-শুআরা ২৬ : ২১৪-২১৬)

মহানবি (স.) লোকদের আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিতে থাকেন। একবার তিনি সাফা পাহাড়ের চূঁড়ায় উঠে লোকদের একত্রিত করলেন। সকলে জমায়েত হলে, প্রশ্ন করলেন, 'আমি যদি বলি এ পাহাড়ের পেছনে একটি শত্রু বাহিনী আছে যা তোমাদের উপর হামলা করবে। তাহলে তোমরা কি আমার কথা বিশ্বাস করবে?' সকলে উত্তর দিল, 'হ্যাঁ। কারণ আমরা তোমাকে কখনো মিথ্যা বলতে দেখিনি।' তিনি বললেন, 'আমি তোমাদের একটি কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করছি।' লোকেরা তাঁর এ কথা শুনে রেগে ফেটে পড়ে এবং ভৎর্সনা করে চলে যায়।

সারসংক্ষেপ

নবুয়ত প্রাপ্তির পর থেকে আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ অনুযায়ী সত্য প্রচারই হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর জীবনের একমাত্র মহানব্রত ছিলো। খাদিজা (রা.)-কে দাওয়াত দিলে তিনি ইসলাম কবুল করলেন। অতঃপর বালকদের মধ্যে আলি (রা.), দাসদের মধ্যে যায়িদ (রা.) এবং বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে আবু বকর (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন।

অ্যাকটিভিটি/ শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থী ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় যে সকল লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের তালিকা তৈরি করবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মহানবি (স.) কোথায় ধ্যানে মগ্ন থাকতেন?

ক. সাওর গুহায় খ. কাবা ঘরে **গ.** হেরা গুহায় ঘ. নিজ গৃহে

২. মহানবি (স.)-এর নিকট প্রথম ওহি নাযিল হয়-

ক. সাফা পাহাড়ে খ. মারওয়া পাহাড়ে **গ.** হেরা গুহায় ঘ. সিনাই পর্বতে

৩. মহানবি (স.) নবুয়তপ্রাপ্তির পর সর্বপ্রথম কাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছান?

ক. সাধারণ লোকের কাছে **খ.** নিকটাত্মীয়দের কাছে গ. প্রতিবেশিদের কাছে ঘ. গরিব লোকদের কাছে

উত্তরামালা : ১ (গ), ২ (গ), ৩ (খ)

পাঠ-৪ : মহানবি (স.)-এর হিজরত ও মাদানি জীবন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি-

- হিজরতের সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- মহানবি (স.)-এর মদিনায় হিজরত সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- রাসুলুল্লাহ (স.)-এর মাদানি জীবন ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্যশব্দ/ Key Words	হিজরত, মদিনা, কাফির, রবিউল আওয়াল, মসজিদে কুবা ও মসজিদে নববি।

হিজরত

হিজরত (هِجْرَةٌ) অর্থ ত্যাগ করা, ছেড়ে দেওয়া, বর্জন করা, ফেলে আসা ইত্যাদি।

মুহাম্মদ (স.) নবুওয়াত প্রাপ্তির পর দীন প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ফলে ক্রমশ মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এতে কাফিরদের মর্ম জ্বালা বেড়ে যায়। তারা মহানবি (স.)-কে দীন প্রচারের কাজে বিভিন্নভাবে বাধা দিতে থাকে। মক্কার মুশরিকরা রাসুলুল্লাহ (স.) এবং তাঁর সাহাবিগণের উপর সম্ভাব্য সব ধরনের নির্মম অত্যাচার-নির্যাতন শুরু করে। এমনকি তারা আল্লাহর রাসুলকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। এরপর মহানবি (স.)-কে হিজরতের নির্দেশ দেওয়া হয়। অতঃপর তিনি জন্মভূমি মক্কা ত্যাগ করে মদিনায় হিজরত করেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "যদি তোমরা তাকে সাহায্য না কর, তবে আল্লাহ তো তাকে সাহায্য করেছিলেন। যখন কাফিররা তাকে বহিষ্কার করেছিল এবং সে ছিলো দুইজনের দ্বিতীয় জন, যখন তারা উভয়ে গুহার মধ্যে ছিলো; তিনি তখন তাঁর সঙ্গীকে বলেছিলেন, বিষণ্ন হয়ো না, আল্লাহ তো আমাদের সঙ্গে আছেন। অতঃপর আল্লাহ তার উপর প্রশান্তি বর্ষণ করেন এবং তাঁকে শক্তিশালী করেন এমন এক সৈন্যবাহিনী দ্বারা যা তোমরা দেখোনি; এবং তিনি কাফিরদের কথা হেয় করেন। আল্লাহর কথাই সর্বোপরি এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (সুরা আত-তাওবা ৯ : ৪০)

রাসুলুল্লাহ (স.) নবুয়াতের ত্রয়োদশ বছর রবিউল আউয়াল মাস মোতাবিক ৬২২ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে হিজরত করে মদিনায় পৌঁছেন। তিনি মদিনার 'কুবা' নামক স্থানে অবতরণ করেন। এ স্থানেই ইসলামের প্রথম মসজিদ 'মসজিদে কুবা' নির্মাণ করেন।

মাদানি জীবন

রাসুলুল্লাহ (স.) মদিনায় প্রবেশ করলে মদিনাবাসি তাঁকে গভীর শ্রদ্ধা জানায় এবং সাদরে গ্রহণ করে। লোকজন তাঁকে তাদের আতিথ্য গ্রহণ করার অনুরোধ জানাতে থাকে। রাসুলুল্লাহ (স.) অপারগতা প্রকাশ করে বলেন, আমার উটের পথ ছেড়ে দাও, সে আল্লাহর পক্ষ হতে আদিষ্ট। উট চলতে চলতে আবু আইয়ুব আনসারি (রা.)-এর বাড়িতে এসে থামে। অতঃপর রাসুলুল্লাহ (স.) তাঁর মেহমান হলেন।

মদিনায় এসে রাসুলুল্লাহ (স.) সর্বপ্রথম মসজিদ নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি মসজিদ নির্মাণের জন্য সাহল-সুহাইল বনু নাজ্জারের দুই ইয়াতিম কিশোরের থেকে জমি ক্রয় করেন। অতঃপর তিনি মসজিদ নির্মাণ করেন। ইসলামের ইতিহাসে এটাই মসজিদে নববি নামে পরিচিত।

মদিনায় হিজরতের পর মুসলিম, ইহুদি এবং অন্যান্য গোত্রের লোকদের নিয়ে রাসুলুল্লাহ (স.) একটি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। বিশ্বের ইতিহাসে এটি প্রথম লিখিত সংবিধান। এটাকে মদিনা সনদ বলা হয়। এ লিখিত সনদটি প্রথমবারের মতো

গোত্রভিত্তিক একনায়কতন্ত্রের অবসান ঘটায়। নানা ধর্মের ও গোত্রের মানুষ মিলে এক জাতিতে পরিণত হয়। এর মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ (স.) মদিনায় একটি রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করেন।

সারসংক্ষেপ

ইসলাম প্রচার ও ইমান রক্ষার নিমিত্তে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন করাকে হিজরত বলে। মহানবি মুহাম্মদ (স.) কাফিরদের অত্যাচার ও নির্যাতনে জন্মভূমি মক্কায় টিকতে না পেরে আল্লাহর নির্দেশে মদিনায় হিজরত করেন। মদিনায় তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। রাসুলুল্লাহ (স.)-এর আদর্শ অনুসরণে বর্তমান যুগে কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা এখনো সম্ভব।

অ্যাকটিভিটি/ শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থী হযরত মুহাম্মদ (স.) মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের কারণসমূহের একটি চার্ট তৈরি করে করে পাওয়ার পয়েন্টে উপস্থাপন করবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মহানবি (স.) হিজরত করেন?

ক. সিরিয়ায় **খ.** মদিনায়
গ. কুফায় ঘ. বসরায়

২. মক্কায় কাদের বিরোধিতার কারণে ইসলামের প্রচার ও প্রসার বাধাগ্রস্ত

ক. কাফিরদের খ. কুরাইশদের
গ. মুশরিকদের **ঘ.** উপরের সব ক'টি উত্তরই সঠিক

৩. কারা মহানবি (সা)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিলো?

ক. মক্কার সকল গোত্র মিলে খ. শুধু কুরাইশরা
গ. কাইসরা ঘ. মুশরিকরা

৪. হিজরতের সময় কে মহানবি (স.)-এর সফর সঙ্গী ছিলেন?

ক. হযরত আবু বকর (রা.) খ. হযরত উমর (রা.)
গ. হযরত আলি (রা.) ঘ. হযরত আবু হুরায়রা (রা.)

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

মাওলানা বশির আহমাদ একজন বিখ্যাত আলিম। তিনি রাসুলুল্লাহ (স.)-এর হিজরত সম্পর্কে বলতে গিয়ে সকলকে উদ্দেশ্যে করে বলেন, মক্কায় কুরাইশদের চরম বিরোধিতার কারণে ইসলামের প্রচার ও প্রসার বাধাগ্রস্ত হওয়ায় হযরত মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর নির্দেশে মদিনায় হিজরত করেন। তিনি ৬২২ খ্রিস্টাব্দে হিজরত করে মদিনায় পৌছেন। হিজরত মহানবি (স.)-এর জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়।

ক. হিজরত অর্থ কী? ১
খ. হিজরত বলতে কী বোঝায়? ২
গ. মাওলানা বশির আহমাদ মহানবি (স.)-এর হিজরতের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে কি ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ. ইসলামের ইতিহাসে হিজরতের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিশেণ্ডষণ করুন। ৪

উত্তরমালা

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন : ১ (খ), ২ (ঘ), ৩ (ক), ৪ (ক)

পাঠ-৫ : মক্কা বিজয় ও বিদায় হজ্জ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি-

- মক্কা বিজয়ের ইতিহাস বলতে পারবেন।
- বিদায় হজ্জ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- রাসুলুল্লাহ (স.)-এর বিদায় হজ্জের ভাষণ বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্যশব্দ/ Key Words	মক্কা, হুদায়বিয়া, মাররুজ জাহরান, আবু সুফিয়ান, হাকিম, বুদাইল, ইকরামা ও বিদায় হজ্জ।

মক্কা বিজয়

মক্কা বিজয় মহানবি (স.)-এর জীবনের বড় উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ইসলামের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। মহানবি (স.) আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে জন্মভূমি ত্যাগ করে মদিনায় হিজরত করেন। কারণ, তিনি জোরপূর্বক মক্কাবাসীদের ওপর ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি চাপিয়ে দিতে চাননি।

মদিনায় ইসলামের প্রচার ও প্রসারের অনুকূল পরিবেশ থাকায় মুসলিমদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। ষষ্ঠ হিজরিতে কুরাইশ ও মুসলমানদের মধ্যে হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কুরাইশরা সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করলে রাসুলুল্লাহ (স.) ৬৩০ খ্রিস্টাব্দে ১০,০০০ সৈন্য নিয়ে মক্কা অভিযানে অগ্রসর হন। অতঃপর মাররুজ জাহরান নামক স্থানে উপস্থিত হয়ে তাঁবু স্থাপন করেন। এ সময় মুসলমানদের গতিবিধি লক্ষ করার জন্য আবু সুফিয়ান, হাকিম ও বুদাইল বের হলে আবু সুফিয়ান উমর (রা.)-এর হাতে গ্রেফতার হয় এবং ইসলাম গ্রহণ করে। আবু সুফিয়ানের ইসলাম গ্রহণে কুরাইশদের মনোবল ভেঙ্গে পড়ে। তখন বিনা বাধায় মুসলমানগণ মক্কায় প্রবেশ করেন। মহানবি (স.) ও উসামা ইব্ন যায়িদ (রা.) একই উটে আরোহণ করে মক্কায় প্রবেশ করে কাবা ঘর তাওয়াফ করেন। এরপর কাবা ঘরে রক্ষিত ৩৬০টি মূর্তি ভেঙ্গে ফেলে দেন। অতঃপর তিনি পাঠ করেন,

جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ؕ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا.

"সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে; মিথ্যা তো বিলুপ্ত হওয়ারই।" (সুরা বনি ইসরাইল ১৭ : ৮১)

অতঃপর তিনি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে বলেন, "আজ তোমাদের ওপর আমার কোনো অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন। তিনি শ্রেষ্ঠতম দয়াময়। যাও, তোমরা সকলে মুক্ত।"

বিদায় হজ্জ

অষ্টম হিজরিতে মক্কা বিজয়ের পর লোকেরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। আরবের সীমানা পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও ইসলামের দাওয়াত পৌঁছতে শুরু করে। রাসুলুল্লাহ (স.) বুঝতে পারলেন, তাঁকে অতি শীঘ্রই তাঁর মহান রবের নিকট চলে যেতে হবে। তাই তিনি ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে (দশম হিজরি) হজ্জ করার ইচ্ছা করেন। এ উদ্দেশ্যে দশম হিজরি যিলকদ মাসে লক্ষাধিক সাহাবি নিয়ে হজ্জ পালন করতে মক্কায় যান এবং হজ্জ পালন করেন। এটাই ইসলামের ইতিহাসে বিদায় হজ্জ নামে পরিচিত।

দশম হিজরির ৯ই জিলহজ মহানবি (স.) আরাফাতের ময়দানে উপস্থিত হয়ে লোকদের উদ্দেশ্যে এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। এ ভাষণে সকল মানুষের জন্য দিক-নির্দেশনা ছিলো। রাসুলুল্লাহ (স.) বিদায় হজ্জে যে ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন তার সারকথা নিম্নরূপ :

১। হে মানব মন্ডলি! তোমরা আমার কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শোনো। কেননা আমি এ স্থানে তোমাদের সাথে পুনরায় মিলিত নাও হতে পারি।

২। আজকের এ দিন, এ স্থান, এ মাস যেমন পবিত্র, তোমাদের জীবন ও সম্পদ তেমন পবিত্র।

৩। মনে রাখবে, নিশ্চয় তোমরা তোমাদের প্রভুর সাথে মিলিত হবে। তখন তোমাদের প্রভু তোমাদের কাজের হিসাব নেবেন।

৪। যে ব্যক্তি অন্যের সম্পদের আমানতদার, তার উচিত তা মালিকের নিকট ফিরিয়ে দেওয়া।

৫। নিশ্চয় জাহিলিয়া যুগের সকল আচার-অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করা হলো।

৬। কোনো আরব কোনো অনারব থেকে শ্রেষ্ঠ নয় এবং কোনো অনারবকে কোনো আরবের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়নি। তোমরা সকলেই আদমের বংশধর। আর আদমকে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

৭। মনে রাখবে, মুসলমান মুসলমানের ভাই।

৮। অধিনস্থদের সাথে সদাচরণ করবে। তোমরা যা খাবে, তাদেরকেও তা খাওয়াবে এবং তোমরা যা পরবে তাদেরকেও তা পরাবে।

৯। জাহিলিয়া যুগে সংঘটিত সকল খুনের শাস্তি রহিত করা হলো। সর্বপ্রথম আমি হারিস ইব্ন আবদুল মুত্তালিবের পৌত্র ইব্ন রাবিয়াহ-এর হত্যার শাস্তি রহিত ঘোষণা করছি।

১০। জাহিলিয়া যুগের সমস্ত সুদ বাতিল করা হলো। সর্বপ্রথম আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিবের সমস্ত সুদ বাতিল করা হলো।

১১। হে লোক সকল! নারীদের প্রতি আচরণের ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করবে।

১২। তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি যেমন তোমাদের অধিকার আছে, তাদেরও তেমনি তোমাদের উপর অধিকার রয়েছে।

১৩। দ্বীন নিয়ে বাড়াবাড়ি করবে না। পূর্বের অনেক জাতি এ কারণে ধ্বংস হয়েছে।

১৪। কোনো ক্রীতদাস যদি নিজের যোগ্যতায় নেতা হয়, তাহলে তোমরা তার আনুগত্য করবে।

১৫। আমিই শেষ নবি। আমার পর কোনো নবি আসবে না।

১৬। আমি তোমাদের জন্য দু'টি বস্তু রেখে যাচ্ছি, যা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরলে তোমরা কখনো পথ হারাবে না। তা হলো : আল্লাহর কিতাব (আল-কুরআন) ও আমার সুন্নাহ।

১৭। যারা উপস্থিত আছো, তারা অনুপস্থিতদের কাছে আমার বাণী পৌঁছে দিবে।

এরপর রাসুলুল্লাহ (স.) আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, হে আল্লাহ! আমি কি তোমার রিসালাতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পৌঁছাতে পেরেছি? সকলে উচ্চৈস্বরে বলে উঠলেন, হ্যাঁ (আপনি আপনার দায়িত্ব যথাযথভাবে পৌঁছে দিয়েছেন)। মহানবি (স.) বললেন, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকো। অতঃপর নিচের আয়াত নাযিল হয় :

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ؕ

"আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করলাম।" (সুরা আল-মায়িদা ৫ : ৩)

সারসংক্ষেপ

দশম হিজরিতে হযরত মুহাম্মদ (স.) যে হজ্জ পালন করেন তাই বিদায় হজ্জ নামে পরিচিত। হজ্জ পালন শেষে তিনি এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। মানবজাতি এই ঐতিহাসিক ভাষণ মেনে চললে ইহকালিন শান্তি ও পরকালিন মুক্তি লাভ করতে পারবে। আমরা আমাদের বাস্তবজীবনে তা অনুশীলন করার চেষ্টা করবো।

অ্যাকটিভিটি/ শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থী মক্কা বিজয় সম্পর্কে ৫টি বাক্য লিখবেন এবং বিদায় হজ্জের ভাষণের উল্লেখযোগ্য দিক শিক্ষককে মুখস্থ করে শোনাবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. রাসুলুল্লাহ (স.) কত খ্রিস্টাব্দে মক্কা বিজয় করেন?

ক. ৬২৯ খ্রিস্টাব্দে খ. ৬৩০ খ্রিস্টাব্দে
গ. ৬৩৬ খ্রিস্টাব্দে ঘ. ৬৪০ খ্রিস্টাব্দে

২. রাসূলুল্লাহ (স.) কত খ্রিস্টাব্দে বিদায় হজ্জ করেন?

ক. ৬২৮ খ্রিস্টাব্দে খ. ৬৩০ খ্রিস্টাব্দে
গ. ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে ঘ. ৬৩৩ খ্রিস্টাব্দে

উত্তরমালা : ১ (খ), ২ (গ)

পাঠ-৬ : হযরত আবু বকর (রা.)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি-

- আবু বকর (রা.)-এর পরিচয় বলতে পারবেন।
- আবু বকর (রা.)-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্যশব্দ/ Key Words	কুরাইশ, আবু কুহাফা, সালাত, মুত্তাকি, কাফন-দাফন, খিলাফত, শহিদ।

পরিচয়

হযরত আবু বকর (রা.) কুরাইশ বংশের বনু তাইম গোত্রে ৫৭৩ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম আবদুল্লাহ। উপাধি সিদ্দিক ও আতিক। ডাকনাম আবু বকর। তাঁর পিতার নাম আবু কুহাফা উসমান, ডাকনাম আবু কুহাফা। মাতার নাম সালামা, ডাকনাম উম্মুল খায়ের।

ইসলাম গ্রহণ

বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন আবু বকর (রা.)। তিনি সর্বদা রাসুলুল্লাহ (স.)-এর সাথে ছায়ার ন্যায় থাকতেন। তিনি তাঁর পরিবার-পরিজন ছেড়ে রাসুলুল্লাহ (স.)-এর সাথে হিজরত করেন। তিনি সকল যুদ্ধে তাঁর সাথে ছিলেন। তিনি সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে খ্যাতিমান দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে আল-কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয় :

وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى. الَّذِىْ يُؤْتِىْ مَالَهٗ يَتَزَكّٰى.

"আর তা হতে দূরে রাখা হবে পরম মুত্তাকিকে, যে স্বীয় সম্পদ দান করে আত্মশুদ্ধির জন্য।" (সুরা আল-লাইল ৯২:১৭-১৮)

আবু বকর (রা.) সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে সর্বাধিক বিচক্ষণ ছিলেন। কোনো ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের মতবিরোধ দেখা দিলে তা তাঁর সামনে উপস্থিত করা হতো। তিনি সে বিষয়ে যে অভিমত দিতেন তাই সঠিক বলে মেনে নেওয়া হতো। রাসুলুল্লাহ (স.) তাঁর জীবদ্দশায় তাঁকে নামাযের ইমাম বানিয়েছিলেন।

খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ

রাসুলুল্লাহ (স.)-এর ইনতিকালের পর ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে আবু বকর (রা.) খলিফা নির্বাচিত হন। খিলাফত লাভের পর তিনি লোকদের বায়আত গ্রহণ করেন। অতঃপর ভাষণ দেন। প্রথমে তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও রাসুলুল্লাহ (স.)-এর প্রতি সালাম ও দরূদ জানিয়ে জনগণকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "আমি তোমাদের খলিফা নির্বাচিত হয়েছি, অথচ আমি তোমাদের চেয়ে উত্তম নই। আমি সৎকাজ করলে, তোমাদের কর্তব্য হবে আমাকে সাহায্য করা এবং কোনো ভুল পথ অবলম্বন করলে, আমাকে সোজা পথে প্রতিষ্ঠিত রাখা। সত্য বলা আমানত এবং মিথ্যা একটি খিয়ানত। তোমাদের মধ্যে দুর্বল ব্যক্তি আমার কাছে শক্তিশালী। যে পর্যন্ত আমি তার প্রাপ্য বুঝিয়ে না দিই। আর তোমাদের মধ্যে শক্তিশালী ব্যক্তি আমার কাছে দুর্বল যে পর্যন্ত আমি তার নিকট থেকে প্রাপ্য বুঝে না নিই। আমি যতদিন আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করবো, ততদিন তোমরা আমার আনুগত্য করবে। আমি যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অবাধ্য হয়ে পড়ি, তবে তোমরা আমার আনুগত্য করবে না। কেননা তখন তোমাদের উপর আমার আনুগত্য করা আবশ্যক নয়।"

ইসলামে তাঁর অবদান

ইসলামে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তাবুক যুদ্ধের সময় তিনি তাঁর সব সম্পদ দান করে দেন। তিনি খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করে ভন্ডনবি এবং যাকাত অস্বীকারকারিদের দমন করেন। কুরআন মাজিদ বিলুপ্ত হওয়ার আশংকায় তিনি তা সংরক্ষণের সুব্যবস্থা করেন।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

হযরত আবু বকর (রা.) ছিলেন উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, হালকা গড়নের ও প্রশস্ত ললাট বিশিষ্ট। তিনি অত্যন্ত বন্ধু-বৎসল ও অমায়িক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ছিলেন ব্যবসায়ি, দানশীল ও চরিত্রবান। পাণ্ডিত্য ও ব্যবসায়িক সততা থাকায় অনেকেই তাঁর সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতো।

ইনতিকাল

হযরত আবু বকর (রা.) ১৩ হিজরি ২১ জমাদিউল উখরা মোতাবিক ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে ইনতিকাল করেন। তিনি দুই বছরের কিছু বেশি সময় খিলাফত পরিচালনা করেন। ইনতিকালের সময় তাঁর বয়স হয়েছিলো ৬৩ বছর।

সারসংক্ষেপ

হযরত আবু বকর (রা.) ছিলেন রাসুলুল্লাহ (স.)-এর পরম বন্ধু। তিনি বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। মহানবি (স.)-এর ইনতিকালের পর তিনিই ইসলামের প্রথম মহান খলিফা নির্বাচিত হন। খলিফা হিসেবে হযরত আবু বকর (রা.)-এর অবদান ছিলো অভূতপূর্ব। ইসলামের সংকটকালে আবু বকর (রা.) শক্ত হাতে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে মদিনা রাষ্ট্রকে রক্ষা করেছেন। ইসলামি জীবনব্যবস্থা ও ইসলামি রাষ্ট্রের একনিষ্ঠ সেবা এবং অনেক কৃতিত্বের জন্য ঐতিহাসিকগণ তাঁকে ইসলামের ত্রাণকর্তা হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকেন।

অ্যাকটিভিটি/ শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থী প্রথম খলিফা "হযরত আবু বকর (রা.)-এর জীবন ও ইসলামে তাঁর অবদান" শীর্ষক নিবন্ধ লিখে শিক্ষককে দেখাবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. হিজরতের সময় মহানবি (সা)-এর সাথে কে ছিলেন?

ক. আবু বকর (রা.)　　খ. উমর (রা.)

গ. আলি (রা.)　　ঘ. আবু হুরায়রা (রা.)

২. কে সর্বদা নবি (সা)-এর সাথে ছায়ার মতো থাকতেন?

ক. আবু বকর (রা.) খ. উমর (রা.)
গ. উসমান (রা.) ঘ. আলি (রা.)

২. ইসলাম গ্রহণের পর আবু বকর (রা.) তার সমুদয় সম্পত্তি ইসলামের খিদমতে উৎসর্গ করেন কেন?

ক. সাহাবিদের অনুরোধের কারণে খ. রাসুল (সা.)-এর মধুর ব্যবহারের কারণে
গ. দানশীলতার পরিচয় ফুটিয়ে তোলার জন্যে **ঘ.** ইসলাম ও মুসলিমদের কল্যাণের জন্য

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

খুলাফায়ে রাশেদিনের প্রথম খলিফা ছিলেন হযরত আবু বকর (রা.)। বয়স্কদের মধ্যে তিনি প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। মহানবি (স.)-এর প্রতি তাঁর ছিলো গভীর ভালোবাসা। তিনি সকল যুদ্ধে মহানবি (স.)-এর সঙ্গে তিনি ছিলেন। মুসলিমদের দুর্দিনে তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন। এ জন্য মুসলিম ঐতিহাসিকগণ তাঁকে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলে আখ্যায়িত করেন।

ক. আবু বকরের (রা.)-এর প্রকৃত নাম কী? ১
খ. তাবুক যুদ্ধে আবু বকর (রা.)কে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয় কেন? ২
গ. "আবু বকর (রা.)-এর কুরআন সংরক্ষণের পদক্ষেপ ছিলো সময়োপযোগি।" ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ. আবু বকর (রা.)-এর ইসলামি রাষ্ট্রকে সুসংহত করার বিভিন্ন পদক্ষেপগুলো লিখুন। ৪

উত্তরমালা

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন : ১ (ক), ২ (ক), ৩ (ঘ)

পাঠ-৭ : হযরত উমর (রা.)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি-

- হযরত উমর (রা.)-এর পরিচয় বলতে পারবেন।
- ইসলাম প্রচারে হযরত উমর (রা.)-এর অবদান বর্ণনা করতে পারবেন।
- হযরত উমর (রা.)-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্যশব্দ/ Key Words	তিলাওয়াত, তলোয়ার, খলিফা, হিজরি সন, জিযিয়া, খারাজ।

পরিচয়

মুসলিম জাহানের দ্বিতীয় মহান খলিফা হযরত উমর (রা.) ৫৮৩ খ্রিস্টাব্দে কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ডাকনাম আবু হাফসা। উপাধি ফারুক। তাঁর পিতার নাম খাত্তাব এবং মাতার নাম হানতানা। তিনি ছিলেন কুরাইশ বংশের বিখ্যাত সেনাপতি হিশাম ইব্ন মুগিরার কন্যা।

ইসলাম গ্রহণ

ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে উমর (রা.) ছিলেন রাসুলুল্লাহ (স.)-এর ঘোর শত্রু। একদিন তিনি খোলা তলোয়ার নিয়ে মহানবি (স.)-কে হত্যা করার জন্য রওয়ানা হন। পথিমধ্যে নঈম ইব্ন আবদুল্লাহর মাধ্যমে জানতে পারলেন যে, তাঁর বোন ফাতিমা এবং ভগ্নিপতি সাঈদ ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এ কথা শুনে তিনি রাগান্বিত হয়ে তাঁর বোনের বাড়ির দিকে

ছুটলেন। সেখানে পৌঁছে বোন ফাতিমার কণ্ঠে কুরআনের সুরা 'ত্বা-হা'-এর কয়েকটি আয়াতের তিলাওয়াত শুনে তাঁর মন বিগলিত হয়ে যায়। তিনি ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। এটি ছিলো নবুওয়াতের ষষ্ঠ বছর। তখন হযরত উমর (রা.)-এর বয়স ছিলো ৩৩ বছর।

খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ

হযরত আবু বকর (রা.) মুমূর্ষু থাকা অবস্থায়, প্রসিদ্ধ সাহাবিদের সাথে পরবর্তি খলিফা নিযুক্তির বিষয়ে পরামর্শ সভা করেন। সর্বসম্মত মতের ভিত্তিতে তিনি হযরত উমর (রা.)-কে পরবর্তি খলিফা মনোনীত করেন। এভাবে হযরত উমর (রা.) ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম জাহানের দ্বিতীয় মহান খলিফা নির্বাচিত হন।

শাসনব্যবস্থা

হযরত উমর (রা.) ছিলেন ইতিহাস স্রষ্টা।। তাঁর গৌরবময় বিজয় এবং কল্যাণময় শাসনব্যবস্থা বিশ্বের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিলো। তাঁর খিলাফতকালে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ইসলাম চতুর্দিকে দ্রুত বিস্তার লাভ করে। পৃথিবীর বহু দেশ মুসলমানদের অধিনে আসে। তাঁর দূরদর্শিতা ও কর্মতৎপরতা রোম ও পারস্যের মতো শক্তিশালী রাজ্য মুসলমানগণ জয় করেছিলো। তিনি সিরিয়া, মিসর, ইরাক ও ইরান জয় করে এক বিশাল ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সমগ্র রাষ্ট্রে সুষ্ঠু শাসনপদ্ধতি ও বিচারব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। এ জন্য তিনি ইতিহাসে 'শ্রেষ্ঠ উমর' (Umar The Great) নামে খ্যাত।

নিয়মিত সামরিক ও পুলিশ বাহিনী গঠন, আদম শুমারি, রাজস্ব্য ব্যবস্থা, বেকার ও অসহায়দের ভাতা প্রদান, জিজিয়া ও খারাজ ব্যবস্থা, হিজরি সন গণনা প্রবর্তন, কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি তাঁর খিলাফতকালেই সাধিত হয়।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

হযরত উমর (রা.) ছিলেন একজন বিখ্যাত বীরপুরুষ। তিনি কুস্তিগির, সুবক্তা ও কবি ছিলেন। জাহিলিয়া যুগে কুরাইশ বংশের ১৭ জন শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে হযরত উমর (রা.) ছিলেন অন্যতম। ব্যবসায় ছিলো তাঁর প্রধান পেশা। তিনি ব্যবসায় উপলক্ষে সিরিয়া ও ইরাকে যেতেন। ফলে অনেক রাজা-বাদশাহর সাথে তার পরিচয় হয়। জাহিলিয়া যুগেই গোটা আরবে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিলো।

হযরত উমর (রা.) অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। বিশ্বের খ্যাতিমান শাসক হওয়া সত্তেও তাঁর কোনো দেহরক্ষী ছিলো না। তিনি সর্বদা প্রজাদের সুখ-শান্তি বিধানে সচেষ্ট থাকতেন। তিনি প্রজাদের অবস্থা দেখাশুনার জন্য রাতে ছদ্মবেশে মদিনার অলিতে-গলিতে ঘুরে বেড়াতেন।

ইনতিকাল

ইসলামের এ মহান খলিফাকে মসজিদে নববিতে সালাতরত অবস্থায় আবু লুলু নামক এক ইহুদি আততায়ী ছুরিকাঘাত করে। আহত অবস্থায় তিনদিন থাকার পর ২৩ হিজরি ২৭ জিলহজ্জ তিনি শাহাদত বরণ করেন। তাঁর শেষ ইচ্ছানুযায়ী হযরত আবু বকর (রা.)-এর পাশেই তাঁকে দাফন করা হয়।

সারসংক্ষেপ

উমর (রা.) ছিলেন এক অনন্য সাধারণ মহান ব্যক্তি। তাঁর নেতৃত্বেই বহির্বিশ্বে মুসলিমদের বিপুল বিজয় অর্জিত হয়। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে জনসাধারণের কল্যাণ সাধনই ছিলো তাঁর লক্ষ্য। তিনি দরিদ্র, বৃদ্ধ ও অসহায়দের জন্য বিশেষ বিশেষ এলাকায় লঙ্গরখানা স্থাপন করেন। তিনি ইয়াতিম, অভিভাবকহীন শিশুদের লালন-পালনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তাঁর শাসনব্যবস্থা বিশ্ব ইতিহাসে চির অম্লান হয়ে থাকবে।

অ্যাকটিভিটি/ শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থী "হযরত উমর (রা.)-এর জীবন ও ইসলামে তাঁর অবদান" শীর্ষক মূল্যায়ন সমীক্ষা প্রণয়ন করে শিক্ষককে দেখাবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. খ্যাতিমান কুস্তিগির, বীরযোদ্ধা ও সুবক্তা ছিলেন–

ক. আবু বকর (রা.) **খ.** উমর (রা.)
গ. উসমান (রা.) ঘ আনাস (রা.)

২. কোন্ খলিফা গভীর রাতে মহল্লায় মহল্লায় ঘুরে বেড়াতেন?

ক. হযরত উমর (রা.) খ. আবদুল মালিক
গ. হিশাম **ঘ.** মানসুর

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

মাহবুব সাহেব একজন নবনির্বাচিত ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান। তিনি একজন সৎ লোক। দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে তিনি গভীর রাতে আপন পর না ভেবে ঘুরে ঘুরে দরিদ্র লোকদের তালিকা তৈরি করেন। বিচার শালিসের ক্ষেত্রেও তিনি পক্ষপাতিত্ব না করে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সদা সচেষ্টা থাকেন।

ক. হযরত ওমর (রা.)-কে ছিলেন? ১
খ. মহানবি (স.) কেন হযরত উমর (রা.)-কে ফারুক উপাধিতে ভূষিত করেন? ২
গ. উমর (রা.) ইসলাম গ্রহণের কারণ কী? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ. 'উমর (রা.) ইসলাম গ্রহণে ইসলাম আরও শক্তিশালী হয়।'-বিশেণ্ডষণ করুন। ৪

উত্তরামালা

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন : ১ (খ), ২ (ক)

পাঠ-৮ : হযরত উসমান (রা.)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি-

- উসমান (রা.)-এর পরিচয় দিতে পারবেন।
- উসমান (রা.)-এর অবদান ব্যাখ্যা করতের পারবেন।
- উসমান (রা.)-এর গুণাবলি বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্যশব্দ/ Key Words	আফ্ফান, যুননুরাইন, তাবুক, গনি, খলিফাতুল মুসলিমিন, মুআবিয়া ও নৌবহর।

পরিচয়

হযরত উসমান (রা.) ৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাঁর ডাকনাম ছিলো আবু আমর ও আবু আবদুল্লাহ। পিতার নাম আফ্ফান এবং মাতার নাম আরওয়াহ। উসমান (রা.) রাসুলুল্লাহ (স.)-এর দুই কন্যা যথাক্রমে

প্রথমে রুকাইয়া ও তাঁর ইনতিকালের পর উম্মে কুলসুমকে বিয়ে করেন। এ জন্য তাঁকে 'যুননুরাইন' অর্থাৎ দুই জ্যোতির অধিকারি বলা হয়।

ইসলাম গ্রহণ

রাসুলুল্লাহ (স.) যখন মক্কায় ইসলাম প্রচার করছিলেন তখন একরাত্রে স্বপ্নে দেখেন যে, কে যেনো তাকে বলছে, জেগে উঠো, ওহে ঘুমন্ত ব্যক্তি! মক্কায় 'আহমাদ' আগমন করেছেন। স্বপ্ন দেখে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে যায়। এরপর ভোর হলে তিনি দ্রুত রাসুলুল্লাহ (স.)-এর নিকট চলে যান এবং ইসলাম গ্রহণ করেন।

হযরত উসমান (রা.) আরবের একজন শ্রেষ্ঠ ধনী ব্যক্তি ছিলেন। এ জন্য তাঁকে গনি (ধনাঢ্য) বলা হতো। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি ইসলামের খিদমতে বিপুল অর্থ ব্যয় করেন। মদিনায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তিনি মদিনাবাসীদের মাঝে ত্রাণ হিসেবে খাবার বিতরণ করেন। তিনি তাবুক যুদ্ধে ১০ হাজার সৈন্যের ব্যয়ভার গ্রহণ করেন। এ ছাড়া রোমান বাহিনীর বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীকে এক হাজার উট দান করেন।

খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ

দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা.)-এর ইনতিকালের পর হযরত উসমান (রা.) ৬৪৪ খ্রিস্টাব্দে খলিফা নিযুক্ত হন। তিনি ছিলেন ইসলামের তৃতীয় মহান খলিফা।

ইসলামে তাঁর অবদান

হযরত উসমানের আমলে ইসলামি রাষ্ট্রের বিস্তার ঘটলে কোনো কোনো স্থানে কুরআন পাঠে পার্থক্য ও মতভেদ দখা দেয়। তাই সাহাবায়ে কিরামের পরামর্শে তিনি কুরআনের অভিন্ন ও সঠিক উচ্চারণের পান্ডুলিপি পুস্তকাকারে মুসলিম জাহানের সকল অঞ্চলে প্রেরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ লক্ষ্যে উসমান (রা.) উম্মুল মুমিনিন হাফসা (রা.)-এর নিকট রক্ষিত কুরআনের সহিফা অবলম্বনে যায়িদ ইব্ন সাবিত (রা.)-এর নেতৃত্বে গঠিত আল-কুরআন গ্রন্থায়ন কমিটি গঠন করেন। ৬৫১ খ্রিস্টাব্দে হাফসা (রা.)-এর নিকট থেকে সংগৃহীত কপির আলোকে আরও ৭টি কপি করে তা বিভিন্ন দেশে পাঠিয়ে দেন। একে 'মাসহাফে উসমানি' বলা হয়। এর ফলে সমস্ত বিশ্বে একটি মাত্র রীতিতে কুরআন তিলাওয়াত আরম্ভ হয়। এ খিদমতের জন্য তাকে 'জামিউল কুরআন' বলা হয়।

ইসলামি রাষ্ট্রের ব্যাপক বিজয় ও বিস্তার বিশেষভাবে হযরত উসমানের আমলেই ঘটেছিলো। তাঁর আমলে ইসলামর প্রথম নৌ অভিযান শুরু হয়। তাঁর শাসনামলে সিরিয়ার শাসনকর্তা মুআবিয়া (রা.)-এর নেতৃত্বে মুসলিম নৌবাহিনী দুধর্ষ রোমান নৌবহরকে পরাজিত করে সাইপ্রাস দ্বীপ দখল করে নেয়।

শাসন পদ্ধতির ক্ষেত্রে উসমান (রা.) রাসুলুল্লাহ (স.) ও তাঁর পূর্ববর্তী খলিফাদ্বয়ের নীতি অনুসরণ করেন। রাজস্ব ও কৃষি বিভাগের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়েছিলো। মদিনায় বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য তিনি মাহরুয বাঁধ নামক একটি প্রশস্ত বাঁধ নির্মাণ করেন। এ ছাড়া মদিনায় তিনি মসজিদে নববি পুনর্নির্মাণ ও কাবা ঘরের সংস্কার কাজের উন্নয়ন সাধন করেন।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

উসমান (রা.) নম্রতা, বদান্যতা, জনপ্রিয়তা ও লজ্জাশিলতায় বিমূর্ত প্রতীক ছিলেন। তিনি বায়তুল মাল থেকে কোনো ভাতা গ্রহণ করতেন না। নিজে ধনবান হওয়া সত্ত্বেও অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন।

ইনতিকাল

৩৫ হিজরি সনের ১৮ জিলহজ্জ তারিখে আবদুল্লাহ ইব্ন সাবা নামক ইহুদির ষড়যন্ত্রে আততায়ীর অস্ত্রের আঘাতে শাহাদত লাভ করেন। তিনি প্রায় ১২ বছর খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন।

সারসংক্ষেপ

মুসলিম বিশ্বের তৃতীয় মহান খলিফা ছিলেন হযরত উসমান (রা.)। তিনি মক্কাতেই ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি আরবের শ্রেষ্ঠ ধনী ব্যক্তি ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর বিপুল সম্পদ ইসলামের খিদমতে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি কুরআন একই পাঠরীতিতে গ্রন্থায়ন করেন। এ জন্য তাঁকে 'জামিউল কুরআন' (جَامِعُ الْقُرْاٰنْ) বলা হয়। তাঁর আমলে ইসলামর প্রথম নৌঅভিযান শুরু হয়। তাঁর আমলে সিরিয়ার শাসনকর্তা মুআবিয়া (রা.)-এর নেতৃত্বে মুসলিম নৌবাহিনী দুধর্ষ রোমান নৌবহরকে পরাজিত করে সাইপ্রাস দ্বীপ দখল করে নেয়।

অ্যাকটিভিটি/ শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থী উসমান (রা.)-এর জীবন ও অবদান সম্পর্কে একটি রচনা লিখে শিক্ষককে দেখাবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. উসমান (রা.) তাবুক যুদ্ধে কত জন সৈন্যের ব্যয়ভার বহন করেন?

ক. ১০,০০০ খ. ১৫,০০০
গ. ২৫,০০০ ঘ. ১২,০০০

২. উসমান (রা.) কোন্ মাসহাফকে অবলম্বন করে কুরআন একত্রায়ন করেন?

ক. আবু হুরায়রা (রা.)-এর খ. আনাস (রা.)-এর
গ. যায়িদ বিন সাবিত (রা.)-এর ঘ. হাফসা (রা.)-এর

উত্তরমালা : ১ (ক), ২ (খ)

পাঠ-৯ : হযরত আলি (রা.)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি-

- আলি (রা.)-এর পরিচয় বলতে পারবেন।
- আলি (রা.)-এর অবদান ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- আলি (রা.)-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্যশব্দ/ Key Words	আবু তালিব, আবদুল মুত্তালিব, ফাতিমা বিনতে আসাদ, আমানত, কামুস দুর্গ, হুদায়বিয়া, জুলফিকার, আসাদুল্লাহ।

নাম

প্রকৃত নাম আলি (রা.)। উপাধি আসাদুল্লাহ এবং উপনাম আবু তোরাব ও আবুল হাসান। তাঁর পিতার নাম আবু তালিব এবং মাতার নাম ফাতিমা বিনতে আসাদ।

পরিচয় ও শৈশবকাল

হযরত আলি (রা.) ছিলেন ইসলামের চতুর্থ মহান খলিফা। ৬০০ খ্রিস্টাব্দে মক্কার কুরাইশ বংশের হাশিম গোত্রে তাঁর জন্ম হয়। তিনি ছিলেন রাসুলুল্লাহ (স.)-এর চাচাতো ভাই। আবু তালিব-এর ইনতিকালের পর হযরত আলি (রা.) রাসুলুল্লাহ (স.)-এর তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হন। তিনি তাঁকে সন্তানের ন্যায় আদর-স্নেহ করতেন। তাঁর সাথে রাসুল (স.)-এর কন্যা ফাতিমার বিবাহ হয়।

ইসলাম গ্রহণ

বাল্যকাল থেকে হযরত আলি (রা.) রাসুলুল্লাহ (স.)-এর সাথে ছিলেন। বালকদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন।

ইসলাম প্রচারে তাঁর অবদান

হযরত আলি (রা.) ইসলামের প্রচার কাজে সারা জীবন ব্যয় করেন। তিনি মহানবি (স.)-এর সাথে সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে অসীম বীরত্বের পরিচয় দেন। তাঁর বীরত্বে সন্তুষ্ট হয়ে রাসুলুল্লাহ (স.) তাঁকে নিজ তলোয়ার 'জুলফিকার' উপহার দেন। খায়বারে কামুস দুর্গ জয় করলে রাসুলুল্লাহ (স.) তাঁকে 'আসাদুল্লাহ' (আল্লাহর সিংহ) উপাধি প্রদান করেন। তিনি ছিলেন হুদায়বিয়ার চুক্তিপত্রের লেখক। মক্কা বিজয়ের সময় মুসলিম বাহিনীর পতাকা তাঁর হাতে ছিলো।

খিলাফতের দায়িত্ব পালন

হযরত উসমান (রা.)-এর ইনতিকালের পর তিনি ইসলামের মহান খলিফা নিযুক্ত হন। খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি নানামুখি সমস্যার সম্মুখিন হন। রাজ্যে তখন বিদ্রোহ চলছিলো। সব জায়গা থেকে উসমান (রা.)-এর হত্যার বিচার দাবি উত্থাপিত হতে থাকে। তিনি প্রথমে রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করার পর হত্যাকারিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার আশ্বাস দেন। তিনি শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের পরিবর্তন করেন।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

হযরত আলি (রা.) ছিলেন অসাধারণ মেধাবী। তিনি ছোটোবেলা থেকেই ছিলেন জ্ঞানতাপস ও সাধক। জ্ঞানের প্রায় সকল শাখায় তাঁর বিচরণ ছিলো। আরবি সাহিত্যে তাঁর রচিত 'দিওয়ানে আলি' নামক কাব্য গ্রন্থটি আরবি সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

তিনি অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন। কঠোর পরিশ্রম করে তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন। মুসলিম জাহানের মহান খলিফা হওয়ার সত্ত্বেও তিনি বাসায় কোনো কাজের লোক রাখেননি। তিনি ছিলেন শান্ত ও নম্র প্রকৃতির। তিনি ছিলেন অসাধারণ পান্ডিত্যের অধিকারি। সাহিত্য, ব্যাকরণ ও ন্যায়শাস্ত্রে তাঁর অগাধ পান্ডিত্য ছিলো। তিনি ছিলেন কাতিবে ওহি (ওহি লেখক)। তিনি আল-কুরআনের বিখ্যাত ব্যাখ্যাকার ছিলেন। রাসুলুল্লাহ (স.) তাঁকে 'জ্ঞানের দরজা' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

ইনতিকাল

হযরত আলি (রা.) ৬৬১ খ্রিস্টাব্দে ২৭ জানুয়ারি আততায়ীর অস্ত্রের আঘাতে শহিদ হন।

সারসংক্ষেপ

হযরত আলি (রা.) ছিলেন ইসলামের চতুর্থ মহান খলিফা। বীরত্ব, জ্ঞানচর্চা, আত্মসংযম ও অনাড়ম্বর জীবনযাপনে তিনি ছিলেন আমাদের আদর্শ। তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে আমরা আমাদের জীবন গঠনে সচেষ্ট হবো।

অ্যাকটিভিটি/ শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থী হযরত আলি (রা.)-এর জীবন ও কর্ম লিখে শিক্ষককে দেখাবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. হযরত আলি (রা.)-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কোনটি?

ক. জ্ঞানের সাধক
খ. জাঁকজমকপূর্ণ জীবনের অধিকারি
গ. সংসার বিরাগী
ঘ. গণতন্ত্রের প্রবর্তক

২. মহানবি (সা) কেন আলি (রা.)-কে 'আসাদুল্লাহ' উপাধি দিয়েছিলেন?

!. হযরত আলি (রা.) ছিলেন শৌর্যে বীর্যে অসাধারণ

!!. 'কামুস' দুর্গ জয় করেছিলেন বলে

!!!. তার নাম শুনলে কাফিরদের মনে ত্রাস সৃষ্টি হতো বলে

নিচের কোন্‌টি সঠিক?

ক ! খ !! গ !!! ঘ ! ও !!!

উত্তরামালা : ১ (ক), ২ (খ)

পাঠ-১০ : হযরত ইমাম আবু হানিফা (র.)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি-

- আবু হানিফা (র.)-এর পরিচয় বলতে পারবেন।
- আবু হানিফা (র.)-এর গুণাবলি বর্ণনা করতে পারবেন।
- ফিক্‌হ শাস্ত্রে আবু হানিফা (র.)-এর অবদান ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্যশব্দ/ Key Words	আহকাম, শরিয়ত, ফিক্‌হ শাস্ত্র, কারি, শাফিয়ি, ইবন খাল্লিকান, উস্তাদ, তাবিয়ি, মাসআলা।

ইমাম আবু হানিফা (র.) ছিলেন কুরআন বিশেষজ্ঞ, হাফিযে হাদিস, শ্রেষ্ঠ মুজতাহিদ, যুগশ্রেষ্ঠ আলিম এবং সর্বকালের সেরা ইসলামি আইন বিশারদ (ফকিহ)। ফিকাহ শাস্ত্রে তাঁর অবদানের জন্য তাঁকে 'ইমাম আযম' (শ্রেষ্ঠ ইমাম) বলা হয়।

পরিচয়

ইমাম আবু হানিফা (র.) ৮০ হিজরিতে ইরাকের কুফায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম নুমান এবং উপনাম আবু হানিফা (র.)। পিতার নাম সাবিত। তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট তাবিয়ি। রাসুলুল্লাহ (স.)-এর বিশিষ্ট সাহাবি হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.)-এর সাক্ষাত লাভে ধন্য হন তিনি। নির্ভরযোগ্য সূত্রের মাধ্যমে জানা যায় যে, ইমাম আবু হানিফা (র.) সাতজন সাহাবির সাক্ষাত লাভ করেন।

শিক্ষাজীবন ও পেশা

ইমাম আবু হানিফা (র.) শৈশবে কুরআন হিফ্‌য করেন। তিনি কারি আসিম (র.)-এর নিকট ইলমুল কিরাত শিক্ষা করেন। ইমাম আবু হানিফা (র.) কাপড়ের ব্যবসায় করতেন। এ ব্যবসায়ের সুবাদে তিনি বিপুল সম্পদের মালিক হয়েছিলেন। কিশোর বয়স থেকেই তিনি পিতার ব্যবসায়ের কাজে সাহায্য করতেন। ব্যবসায়িক কাজেই তিনি বিভিন্ন দেশে যাতায়াত করতেন।

অধ্যাপনা

তাঁর প্রধান উস্তাদ প্রসিদ্ধ তাবিয়ি হাম্মাদ ইব্‌ন আবি সুলাইমান (১২০ হি)-এর মৃত্যুর পর তিনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি কুফার শ্রেষ্ঠ ফকিহ হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এর পরবর্তী ত্রিশ বৎসর তিনি গবেষণা ও অধ্যাপনায় অতিবাহিত করেন। ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর ফিকহি মাযহাব তাঁর জীবদ্দশাতেই মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে অধিকাংশই সে যুগের প্রসিদ্ধ ফকিহ ছিলেন। তাঁর ছাত্রদের অনেকেই পরবর্তী প্রায় অর্ধ শতাব্দি যাবৎ কুফা, বসরা,

বাগদাদ ও খুরাসানসহ মুসলিম বিশ্বের প্রসিদ্ধ জনপদের বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন। তৎকালিন সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তাঁর ফিক্‌হি মাযহাব অনুসারে ইসলামি খিলাফতের বিচারকার্য চলতো।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

ইমাম আবু হানিফা (র.) দামি পোশাক পরিধান করতেন এবং সর্বদা সুগন্ধি ব্যবহার করতেন। তিনি ছিলেন তাহাজ্জুদ গুযার। তিনি ছিলেন সত্যের প্রশ্নে আপোসহীন। তবে তিনি সাদাসিধে জীবন-যাপন করতেন। তিনি আরবি ভাষায় উচ্চাঙ্গের সাহিত্য প্রতিভা ও প্রাঞ্জল ভাষার অধিকারি ছিলেন। পেশাগত কাজে বিশেষত ব্যবসায়িক সততায় তিনি ছিলেন সর্বকালের মানুষের জন্য আদর্শ।

ইনতিকাল

ইমাম আবু হানিফা (র.) ১৫০ হিজরি সনে বাগদাদের কারাগারে বিষ প্রয়োগে শহীদ হন। প্রসিদ্ধ মতে শাহাদতের সময় তাঁর বয়স ছিলো ৭০ বছর।

ইসলামি আইনশাস্ত্রে তাঁর অবদান

হযরত ইমাম আবু হানিফা (র.) ছিলেন মুসলিম চিন্তাবিদদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সর্বপ্রথম তিনিই ফিক্‌হ শাস্ত্রকে একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্রের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি ইসলামি শরিয়তের মাসআলাসমূহ সঠিক ও সর্বাধিক বিশুদ্ধের লক্ষ্যে শ্রেষ্ঠ ফিকহবিদদের সমন্বয়ে একটি সম্পাদনা পরিষদ গঠন করেন। তাঁর নেতৃত্বে সম্পাদিত প্রায় ৮৩ হাজার মাসআলা নিয়ে 'কুতুবে হানাফিয়াহ' রচিত হয়।

ফিক্‌হ শাস্ত্রে হযরত ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর ভূমিকা চিরস্মরণীয় হয়ে আছে এবং থাকবে। ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর ফিক্‌হ যুক্তিভিত্তিক, সহজ সরল ও সহজসাধ্য। এ কারণেই তাঁর ফিক্‌হ মুসলমানদের নিকট অধিক প্রিয়। বিশ্বের মুসলমানদের মধ্যে তাঁর মাযহাবের অনুসারী সবচেয়ে বেশি।

সারসংক্ষেপ

মুসলিম জাহানে ফিক্‌হশাস্ত্রে যে সকল মনীষী গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন ইমাম আবু হানিফা (র.) তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এ জন্য তাঁকে ইমাম আযমও বলা হয়। তিনি ছিলেন খুবই আল্লাহ ভীরু। সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সুযোগ পাওয়া সত্তেও তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। আমরাও নৈতিক মূল্যবোধ ও জ্ঞানচর্চায় তাঁর মতো অবদান রাখতে সচেষ্ট হবো।

অ্যাকটিভিটি/ শিক্ষার্থীর কাজ	ইমাম আবু হানিফা (র) ছিলেন সর্বকালের সেরা ইসলামি আইন বিশারদ (ফকিহ) এ বিষয়ে একটি রচনা লিখে আলোচনা চক্র করবেন। শিক্ষক এতে প্রধান অতিথি হিসেবে থেকে মূল্যায়ন করবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর প্রকৃত নাম কী?

ক. নুমান　　খ. যায়েদ
গ. আনাস　　ঘ. মালিক

২. আবু হানিফা (র.)-এর পিতার নাম কী?

ক. সাবিত　　খ. মুহাম্মদ
গ. সাইদ　　ঘ. উমর

উত্তরমালা : ১ (ক), ২ (ক)

পাঠ-১১ : ইমাম বুখারি (র.)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি-

- ইমাম বুখারি (র.)-এর পরিচয় বলতে পারবেন।
- ইমাম বুখারি (র.)-এর জীবনী বর্ণনা করতে পারবেন।
- ইমাম বুখারি (র.)-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্যশব্দ/ Key Words	সহিহ বুখারি, হাদিস, মক্তব, হিফ্জ, হিজাজ, দরস, ইস্তিখারা।

পরিচয়

ইমাম বুখারি (র.)১৯৪ হি./৮০৯ খ্রি., ১৩ শাওয়াল, শুক্রবার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মদ। উপনাম আবু আবদুল্লাহ। জন্মস্থানের সাথে সম্বোধন করে তাঁকে ইমাম 'বুখারি' বলা হতো। পরবর্তিকালে তিনি ইমাম বুখারি নামে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর পিতা ইসমাইল (র.)। তিনি খ্যাতিমান শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস (হাদিস বিজ্ঞানী) ছিলেন।

শিক্ষার্জন

ইমাম বুখারি (র.) অতুলনীয় প্রতিভার অধিকারি ছিলেন। ১০বছর বয়সে তিনি হাদিস শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন। ইমাম বুখারি (র.) নিজেই বলেন, "মক্তবে (প্রাথমিক পাঠশালা) পড়াশুনা কালেই আমার অন্তরে হাদিস কণ্ঠস্থ করার আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিলো। এ সময় তার বয়স কত ছিলো? তা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছিলেন, ১০ কিংবা এর চেয়েও কম।"

১৬ বছর বয়সে তৎকালিন বিখ্যাত মুহাদ্দিস আবদুল্লাহ ইব্ন মুবারক (র.) ও ইমাম ওয়াকি (র.)-এর সংকলিত গ্রন্থাদি 'হিফ্জ' করেন। ২১০ হিজরি সনে হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা-মদিনা গমন করেন। হাদিস সংগ্রহ, শ্রবণ, শিক্ষণ ও সংরক্ষণে তিনি হিজাজে ২১০ হিজরি সন থেকে ২১৫ হিজরি সন পর্যন্ত মোট ৬ বছর অবস্থান করেন।

ইনতিকাল

তিনি ২৫৬ হিজরি সনে সমরকন্দে ইনতিকাল করেন। এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিলো ৬২বছর।

হাদিস শাস্ত্রে তাঁর অবদান

ইমাম বুখারি (র.) হাদিস সংগ্রহে সিরিয়া, মিসর, বসরা, ইরাক, বুখারা, কুফা, আসকালান, হিম্স ও দামেশ্ক প্রভৃতি দেশ সফর করেন।

ইমাম বুখারি (র.)-এর স্মরণশক্তি ছিলো অসাধারণ। তিনি এমন প্রতিভাধর ছিলেন যে, কোনো হাদিস এক বা দু'বার শুনলে তাঁর মুখস্থ হয়ে যেত। তিনি তৎকালিন যুগ-শ্রেষ্ঠ শত-শত হাদিস বিশেষজ্ঞ থেকে হাদিস শ্রবণ ও বর্ণনা করেন। তাঁর সূত্রে যাঁরা হাদিস বর্ণনা করেন তাঁদের মধ্যে ইমাম মুসলিম (র.), ইমাম তিরমিযি (র.), ইমাম নাসায়ি (র.) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

সহিহ বুখারি সংকলন

ইমাম বুখারি (র.) কর্তৃক প্রণিত গ্রন্থের সংখ্যা পঁচিশের অধিক। এগুলোর মধ্যে 'সহিহ বুখারি' অন্যতম। এ গ্রন্থখানি বিশ্বের সকল আলিম সমাজের নিকট গ্রহণযোগ্য। এ সম্পর্কে ইমাম বুখারি (র.) বলেন, "আমি ইস্তিখারার মাধ্যমে কোনো হাদিসের সত্যতার ব্যাপারটি নিশ্চিত না হয়ে তা আমার এ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করিনি।" তাঁর এ গ্রন্থখানি রচনায় ১৬ বছর সময় লাগে।

সারসংক্ষেপ

হাদিসশাস্ত্রে খ্যাতিমান ব্যক্তি হিসেবে ইমাম বুখারি (র.)-এর স্বীকৃতি বিশ্বজনীন। তিনি অসাধারণ স্মরণশক্তির অধিকারি ছিলেন। কোনো হাদিস এক বা দু'বার শুনলে তাঁর মুখস্থ হয়ে যেত। যারা জ্ঞানার্জন ও জ্ঞান বিতরণে নিজকে নিয়োজিত রাখতে চায় ইমাম বুখারি (র.) তাঁদের অনুসরণীয় আদর্শ।

অ্যাকটিভিটি/ শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থী ইমাম বুখারি (র.)-এর জীবন ও কর্ম লিখে শিক্ষককে দেখাবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ইমাম বুখারি (র.)-এর নাম কী?

ক. মুহাম্মদ　　খ. যায়েদ
গ. জাবির　　ঘ. মালিক

২. ইমাম বুখারি (র.)-এর পিতার নাম কী?

ক. মুহাম্মদ　　**খ.** ইসমাইল
গ. নুমান　　ঘ. আবু আবদুল্লাহ

২. শ্রেষ্ঠ হাদিস গ্রন্থ কোনটি?

ক. সহিহ বুখারি　　**খ.** সহিহ মুসিলম
গ. সুনানে তিরমিযি　　ঘ. সুনানে ইবন মাজাহ

উত্তরমালা : ১ (ক), ২ (খ), ৩ (খ)

পাঠ-১২ : ইমাম আল-গাযালি (র.) ও ইব্ন জারির আত-তাবারি (র.)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি-

- ইমাম আল-গাযালি (র.) ও ইমাম তাবারি (র.)-এর পরিচয় বলতে পারবেন
- ইমাম আল-গাযালি (র.) ও ইমাম তাবারি (র.)-এর শিক্ষাজীবন ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ইমাম আল-গাযালি (র.) ও ইমাম তাবারি (র.)-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্যশব্দ/ Key Words	পারস্য, খোরাসান, গাযাল, নিযামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, হুজ্জাতুল ইসলাম, মানতিক, তাফসির।

ইমাম আল-গাযালি (র.)

পরিচয়

ইমাম আল-গাযালি (র.) ৪৫০ হিজরি খোরাসানের অন্তর্গত তুস নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মদ। উপনাম আবু হামিদ। তাঁর পিতার নাম মুহাম্মদ আত-তুসি। তিনি ছিলেন সুতা ব্যবসায়ি। আরবি ভাষায় 'আল-গাযাল' অর্থ সুতা। এ দিকে সম্বোধন করে তাঁকে আল-গাযালি বলা হয়।

শিক্ষাজীবন

আল-গাযালির শিক্ষা জীবন শুরু হয় তাঁর জন্মস্থান তুস নগরে। প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ শেষে তিনি জুরজান গমন করেন। তিনি সেখানকার বিখ্যাত মনীষীদের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। কিছুদিন পর তিনি আবার তাঁর জন্মস্থান তুসে ফিরে আসেন।

বিশ বছর বয়সে তিনি নিসাপুর নিযামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। নিজামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ধর্মতত্ত্ব, আইনশাস্ত্র, দর্শন, যুক্তিবিদ্যা (মানতিক), প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও সুফিতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করেন।

ইমাম গাযালি (র.) কুরআনের ব্যাখ্যা, ফিক্‌হ শাস্ত্র, কালাম, ফালাসিফা (দর্শন), যুক্তিবিদ্যা, নীতিবিদ্যা, রাষ্ট্রদর্শন, সুফিতত্ত্ব, পদার্থবিদ্যা, মনোবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যাসহ বহু বিষয়ের ওপর বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। 'কিমিয়ায়ে সাআদত' ও 'ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন' দুটি তাঁর অনবদ্য গ্রন্থ।

ইসলামি দর্শন ও ধর্মীয় শিক্ষায় বিপুল অবদানের কারণে তাঁকে 'হুজ্জাতুল ইসলাম' (ইসলামের দলিল) বলা হয়।

ইনতিকাল

জ্ঞানের এ মহান সাধক **১১১১** খ্রিস্টাব্দে ইনতিকাল করেন।

ইব্‌ন জারির আত-তাবারি (র.)

পরিচয়

ইব্‌ন জারির আত-তাবারি (র.)-এর নাম মুহাম্মদ। উপনাম আবু জাফর। পিতার নাম জারির। তিনি ৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে তাবারিস্তানে জন্মগ্রহণ করেন।

জ্ঞানার্জন ও সাধনা

সাত বছর বয়সে তিনি মহাগ্রন্থ আল-কুরআন হিফ্‌জ করেন। তিনি একজন প্রখ্যাত মুফাস্‌সির, ঐতিহাসিক ও ইমাম ছিলেন। তিনি 'জামিউল বায়ান ফি তাবিলিল কুরআন' নামে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের একটি তাফসির গ্রন্থ রচনা করেন। ইতিহাস বিষয়েও 'তারিখুল উমামি ওয়াল মুলুক' নামে তিনি একটি বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর এ গ্রন্থ দু'টি সারা বিশ্বে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য হিসেবে বিবেচিত। তিনি ইতিহাস গ্রন্থে ধর্মীয় নীতি ও আইন সম্পর্কীয় বিষয়ে বহু বিবরণ উপস্থাপন করেছেন।

ইনতিকাল

এ মহান মনীষী ৯২৩ খ্রিস্টাব্দে ইরাকের রাজধানী বাগদাদে ইনতিকাল করেন।

সারসংক্ষেপ

মুসলিম মনীষীদের মধ্যে উজ্জ্বল দুই নক্ষত্র হলেন ইমাম আল-গাযালি ও ইব্‌ন জারির আত-তাবারি (র.)। ইমাম আল-গাযালি ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক। তিনি জ্ঞানের প্রায় সকল শাখায় অবদান রেখেছেন। ইব্‌ন জারির আত-তাবারিও জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ব্যাপক অবদান রেখেছেন। বিশেষ করে তাফসীরশাস্ত্রে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। যারা ইলমে তাসাউফ ও দর্শন এবং তাফসীর নিয়ে গবেষণা করতে চায় আল-গাযালি ও আত-তাবারি তাদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ।

অ্যাকটিভিটি/ শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থী ইমাম গাযালি (র.) ও ইবন জারির আত-তাবারি (র.)-এর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে ৫টি বাক্য মুখস্থ করে খাতায় লিখবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ইমাম আল-গাযালি (র.) কত হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন?

ক. ৪৫০ খ. ৪৫৩
গ. ৪৫৫ ঘ. ৪৫৮

২.'তারিখুল উমামি ওয়াল মুলুকি' গ্রন্থের লেখক কে ছিলেন?

ক. হাসান ইবনে হাইসাম খ. উমর খাইয়াম
গ. মুসা আল-খারিজমী **ঘ. ইবনে জারির আত-তাবারি (র.)**

উত্তরামালা : ১ (ক), ২ (ঘ)

পাঠ-১৩ : চিকিৎসা ও রসায়ন শাস্ত্রে মুসলমানদের অবদান

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি-

- চিকিৎসা বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- চিকিৎসা ক্ষেত্রে অনুবাদ যুগের বর্ণনা দিতে পারবেন।
- হাসপাতাল ও গবেষণাগার প্রতিষ্ঠায় মুসলিম অবদান মূল্যায়ন করতে পারবেন।
- রসায়ন শাস্ত্রে মুসলমানদের অবদান সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- রসায়ন শাস্ত্রে জাবির বিন হাইয়ান এর অবদান উল্লেখ করতে পারবেন।
- রসায়ন শাস্ত্রে আলরাযী ও ইবনে সীনার অবদান উল্লেখ করতে পারবেন।

মুখ্যশব্দ/ Key Words	স্বাস্থ্য বিধান, ইবনে বাত্তাল, বায়তুল হিকমা, আল রাযী, ইবনে সীনা, আল-কানুন ফিত তিব্ব, অম্লজান মিশ্রণ, পরিস্রবণ, জাবির বিন হাইয়ান, বাষ্পীকরণ, উর্ধ্বপাতন, দ্রবীকরণ, স্ফটিকীকরণ।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান

চিকিৎসা শাস্ত্র বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। এর অগ্রযাত্রা ও উৎকর্ষ সাধনের ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

মুসলিম মনীষীগণ পবিত্র কুরআন ও হাদীস হতে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনুপ্রেরণা লাভ করেন। পবিত্র কুরআনে স্বাস্থ্য বিধানের (Hyginic directions) উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

উমাইয়া যুগে মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রাথমিক ধারা সূচিত হয়। এ সময় ইবনে বাত্তাল, মাসার যাওয়াইয়াহ প্রমুখ চিকিৎসাবিদগণ একাধিক চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ আরবিতে অনুবাদ করেন। খলিফা দ্বিতীয় ওমর আলেকজান্দ্রিয়া হতে মেডিক্যাল স্কুল ও চিকিৎসকদের ইরাকে স্থানান্তর করেন।

আব্বাসীয় শাসনামলেই মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞান উন্নতির স্বর্ণ শিখরে পৌঁছে। খলীফা মামুন প্রতিষ্ঠিত 'বায়তুল হিকমার' অনুবাদ বিভাগের প্রধান হুনায়ন বিন ইসহাক চিকিৎসা বিজ্ঞানী হিপোক্রেটিস, গ্যালেন ও ডায়োসকিউরাইডিসের 'ম্যাটেরিয়া মেডিকা' অনুবাদ করেন। মুসলিম ভেষজ বিজ্ঞানে-এর প্রভাব অপরিসীম। হুনায়নের পুত্র ইসহাক এবং ভ্রাতুষ্পুত্র হুবায়স মিলে তেরটি সিরীয় এবং ষাটটি আরবি গ্রন্থ তরজমা করেন। এছাড়াও হুনায়নের ৯০ জন বিজ্ঞ শিষ্য অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে অনেক উল্লেখযোগ্য অনুবাদ কার্য সম্পন্ন করেন। এসব চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থাবলী মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। পরে তা ইউরোপে প্রসার লাভ করে।

যে সকল মুসলিম মনীষী চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণা ও উন্নতির ক্ষেত্রে মৌলিক অবদান রেখেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন-

আত-তাবারী : চিকিৎসা বিজ্ঞানী আত-তাবারীর চিকিৎসা বিষয়ক বিশ্বকোষ 'ফিরদৌস আল হিকমা' ছিল আরবিতে লিখিত প্রাচীন চিকিৎসা গ্রন্থ।

আল-রাযী : সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানী আল রাযীর প্রায় ২০০ শত গ্রন্থের মধ্যে ৬০টি ছিল চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক। তিনি মূত্রথলী ও বৃক্কে পাথরের বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। জলবসন্ত ও হাম সম্পর্কে তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'আলি জুদারী, আল-হাসবাহ' ল্যাটিন ও ইংরেজিসহ অনেক ভাষায় বহুবার অনূদিত হয়। তিনিই সর্বপ্রথম বসন্ত ও হামের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় এবং উপসর্গের যথাযথ বর্ণনা দেন।

আলী ইবনে আব্বাস আল-মাজুসী : এ চিকিৎসা বিজ্ঞানী 'কিতাব আল মালিকী' নামক গ্রন্থে চিকিৎসা বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিক সম্পর্কে বিস্তারিত আলাপ করেন। ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত এ বইটিও পাশ্চাত্যে ব্যাপক প্রচলিত ছিল।

ইবনে সীনা : মনীষী ইবনে সীনার চিন্তা ও কর্মে মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞান পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত তাঁর চিকিৎসা বিশ্বকোষ 'আল-কানূন ফিত তিব্ব'-এ ৭৬০টি ঔষধের নাম রয়েছে। দ্বাদশ শতাব্দী থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত এ গ্রন্থটি পাশ্চাত্য জগতে চিকিৎসাবিদ্যার প্রধান পাঠ্য ও অবলম্বন ছিল।

আলী ইবনে ঈসা ও আম্মার : চক্ষু বিশেষজ্ঞ ঈসার 'আককিরা আল-কাহহালীন' এবং আম্মার এর 'আল মুনতাখাব ফি ইলাজ আল-আইন' গ্রন্থদ্বয় ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়ে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত পাশ্চাত্যে চক্ষু চিকিৎসা বিদ্যার পাঠ্য হিসেবে প্রচলিত ছিল। আম্মার গ্রন্থে ১৩০ রকমের চক্ষু রোগ ও তার চিকিৎসার উল্লেখ রয়েছে।

হুনায়েন বিন ইসহাক : হুনায়েন বিন ইসহাক তাঁর চক্ষু বিষয়ক গ্রন্থে চক্ষুর গঠন, চক্ষুর সঙ্গে মস্তিষ্কের সংযোগ রক্ষাকারী স্নায়ু, চক্ষুর বিভিন্ন রোগ ও তার প্রতিকার সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন।

আবুল কাসিম আয যাহরাবী : সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম শল্য চিকিৎসক স্পেনের আবুল কাসিম আয-যাহরাবী 'আত তাসীফ' গ্রন্থে রোগ নির্ণয়, অপারেশন পদ্ধতি এবং অপারেশনের জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতির ছবি সম্বলিত বিবরণ দিয়েছেন।

চিকিৎসা বিজ্ঞানী ইবনে যুহরের 'আল-ইকতিসাদ' এবং ইবনে রুশদের 'কুল্লিয়্যাত' প্রভৃতি গ্রন্থাবলী চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এছাড়াও আল-খাতিক ব্যাধির সংক্রমণ বিষয় এবং ইবনে খাতিমা প্লেগের বিস্তার সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

ভেষজ বিজ্ঞানেও মুসলমানদের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরাই প্রথম ভেষজ বিজ্ঞানের বই রচনা করেন। তাঁরা ঔষধ তৈরির কারখানা এবং ঔষধের দোকান প্রতিষ্ঠা করেন। আল-বিরুনীর 'কিতাব আস-সায়দালা' এবং ইবনে যুহরের 'তারানী' ঔষধ বিষয়ক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ইবনে আল বায়তারের 'সহজ ঔষধ ও খাদ্য সমাহার' নামক গ্রন্থে ১৪০০ শত ঔষধের উল্লেখ রয়েছে।

মুসলিম খলীফাগণ চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং ব্যবহারিক জ্ঞান চর্চার স্বার্থে অনেক উন্নতমানের গবেষণাগার ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। হাসপাতালগুলোতে রুগীর পরিচর্যার সাথে সাথে চিকিৎসার তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছিল এবং তৎসংলগ্ন উন্নতমানের গ্রন্থাগার ও ছিল। প্রশিক্ষণ এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর শিক্ষার্থীদের চিকিৎসার 'সনদপত্র' প্রদান করা হতো।

একাদশ শতাব্দীতে মুসলিম বিশ্বে ভ্রাম্যমাণ হাসপাতাল চালু হয়।

রসায়ন শাস্ত্রে মুসলমানদের অবদান

মুসলমানগণ রসায়নশাস্ত্রে মৌলিক অবদান রেখে গেছেন। রসায়নশাস্ত্র (Chemistry) আলকেমি (Alchemy) হতে জন্মলাভ করেছে। এর উন্নতির জন্য মুসলমানদের অবদান অতুলনীয়। পৃথিবীর জ্ঞানাগারে তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান হচ্ছে বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ এবং বৈজ্ঞানিকসূত্র ও পদ্ধতির উন্নতি বিধান। হ্যামবেন্টের মতে, "আধুনিক রসায়নশাস্ত্র মুসলমানদের উদ্ভাবন এবং এ বিষয়ে তাঁদের কৃতিত্ব অতুলনীয়রূপে চিত্তাকর্ষক।"

মুসলমানগণ প্রাচীন রসায়নের অসারতা প্রমাণ করেন। তারা সীসা, পারদ, রৌপ্য, তাম্র ও স্বর্ণের রাসায়নিক সাদৃশ্যের সন্ধান করেন। তারা ধাতুর সহিত অম্লজান মিশ্রণ (Oxidization) ও হিসেব নিরূপণের রাসায়নিক পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। মুসলমানগণ পৃথিবীকে প্রথম পাতন, পরিস্রবণ ও স্বচ্ছকরণের শিক্ষা দান করেন। তারা তরল পদার্থকে বাষ্পে পরিণত করতে জানতেন। মুসলিম স্পেনেই রসায়নশাস্ত্র প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

জাবির বিন হাইয়ান

জাবির বিন হাইয়ানকে (যিনি পাশ্চাত্যে জেবের নামে পরিচিত) আধুনিক রসায়নের জনক বলা হয়। তিনি ৭৭৬ খ্রিস্টাব্দে কূফায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রাচীন রসায়নবিদদের তুলনায় অধিক মাত্রায় পরীক্ষার গুরুত্ব স্বীকার করে রসায়নশাস্ত্রের সূত্র ও ব্যবহারে বিশেষ উন্নতি সাধন করেছিলেন। চতুর্দশ শতাব্দীর পরে তার রচনাবলী এশিয়া ও ইউরোপে রসায়নশাস্ত্রের নির্ভরযোগ্য আলোচনা হিসেবে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। তিনি রসায়নশাস্ত্রের উপর প্রায় পাঁচশত গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর এ সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে কিতাব "আর রহমাহ্" (কৃপার পুস্তক) 'কিতাব আল তাজমী' ও 'আল জিবাক', 'আশ শারকী' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি রসায়নশাস্ত্রের দু'টি মূলসূত্র অর্থাৎ ভস্মীকরণ ও লঘুকরণকে বৈজ্ঞানিক নিয়মে আলোচনা করেছেন। তিনি বাষ্পীকরণ, ঊর্ধ্বপাতন, দ্রবীকরণ, স্ফটিকীকরণ প্রভৃতি পদ্ধতির উন্নতি সাধন করেছিলেন। তিনিই প্রথম যবক্ষার এসিড, গন্ধক, দ্রাবক, জল দ্রাবক, রৌপ্যক্ষার ও অন্যান্য যৌগিকসূত্র আবিষ্কার করেন। তিনি স্বর্ণ-রৌপ্য দ্রবীভূত করার উপযোগী (ধাতু দ্রাবক) উৎপাদন পদ্ধতি জানতেন। তাকে নিরপেক্ষ ও গতি বিজ্ঞানের পুরোধা বলা হয়। এ গবেষণা দ্বারা তিনি যৌগিক বস্তু ও অন্যান্য পদার্থের গঠনে গ্যাসের ভূমিকা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। তিনি রসায়ন বিজ্ঞানকে প্রণালীবদ্ধ করে একে একটি গবেষণা পদ্ধতিতে পরিণত করেন। তার অনুসারীদের মৌলিকতা, অধ্যবসায়, জ্ঞানের গভীরতা ও পরীক্ষার সূক্ষ্মতা পাঠকদের বিস্ময় উৎপাদন করে।

আল-রাযী ও ইবনে সীনা

এ যুগের অপর একজন বিখ্যাত রসায়নবিদ আল রাযী যবক্ষার এসিডের পুনরাবিষ্কার করেন। বিখ্যাত চিকিৎসক ইবনে সীনা রসায়নশাস্ত্রকে প্রণালীবদ্ধ করতে সাহায্য করেন। পরবর্তীকালে আল রাযী ইউরোপে প্রসিদ্ধি লাভ করে সুধীসমাজে রসায়নশাস্ত্রের সর্বপ্রথম নির্ভরযোগ্য পণ্ডিত হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।

বস্তুত আধুনিক রসায়নশাস্ত্রে মুসলমানদের মৌলিক আবিষ্কার ও উত্তোরণ এবং এ বিষয়ে তাঁদের কৃতিত্ব অতুলনীয়।

সারসংক্ষেপ

উমাইয়া যুগে মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রাথমিক ধারা সূচিত হয়। আব্বাসীয় শাসনামলেই মূলত মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞান উন্নতির স্বর্ণ শিখরে পৌঁছে। মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণা ও উন্নতির ক্ষেত্রে যারা মৌলিক অবদান রেখেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- আত-তাবারী, আল-রাযী, আলী ইবনে আব্বাস আল-মাজুসী, ইবনে সীনা প্রমুখ। রসায়ন শাস্ত্র আলকেমি হতে জন্মলাভ করেছে। মুসলমানগণ প্রাচীন রসায়নে অসারতা প্রমাণ করেন। তারা সীসা, পারদ, রৌপ্য, তাম্র ও স্বর্ণের রাসায়নিক সাদৃশ্যের সন্ধান করেন। মুসলিম স্পেনেই রসায়নশাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রসায়নশাস্ত্রের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিগণ হলেন জাবির বিন হাইয়ান, আল-রাযী ও ইবনে সীনা প্রমুখ।

অ্যাকটিভিটি/ শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞান ও রসায়ন শাস্ত্রে মুসলমানদের অবদান সম্পর্কে নিবন্ধ লিখবেন এবং টিউটরের সাথে এ বিষয়ে মতবিনিময় করবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোন যুগে মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রাথমিক ধারা সূচিত হয়।

ক. উমাইয়া
খ. আব্বাসীয়
গ. মোগল
ঘ. আধুনিক

২. ফিরদৌস আল হিকমা'-এর রচয়িতা কে?

ক. আল রাযী
খ. আত-তাবারী
গ. হুনাইন বিন ইসহাক
ঘ. আলী ইবনে ঈসা

৩. 'আল-কানুন ফিত্ তিব্ব' গ্রন্থের রচয়িতা কে?

ক. ইবনে সীনা
খ. আত-তাবারী
গ. আল-রাযী
ঘ. আবুল কাসেম

৪. কাকে আধুনিক রসায়নের জনক বলা হয়?

ক. আল-রাযী
খ. ইবনে সীনা
গ. জাবির বিন হাইয়ান
ঘ. আলী ইবনে আব্বাস আল-মাজুসী

উত্তরমালা : ১.ক, ২. খ ৩.ক ৪.গ

পাঠ-১৪: ভুগোল ও গণিত শাস্ত্রে মুসলমানদের অবদান

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মুসলমান ভূগোলবিদদের পরিচয় দিতে পারবেন।
- মুসলমান গণিতবিদদের পরিচয় দিতে পারবেন।
- ভূগোল শাস্ত্রে মুসলমানদের অবদান বর্ণনা করতে পারবেন।
- গণিত শাস্ত্রে মুসলমানদের অবদান মূল্যায়ন করতে পারবেন।

মুখ্যশব্দ/ Key Words	সুরত আল আরদ, পৃথিবীর মানচিত্র, পরিব্রাজক, ঐতিহাসিক, ভূগোলবিদ, ভূগোল বিশ্বকোষ, মানচিত্র, নকশা, শিল্পজাত দ্রব্য, মুজাম আল বুলদান, মুজাম আল উদাবা, মুকাদ্দিমা, কিতাবুল হিন্দ, হিসাব আল জাবর ওয়াল মুকাবালাহ, আল জাবরা, ল্যাটিন ভাষা, কিতাবুল হিসাব আল আদাদ আল হিন্দী, খারিজম, জ্যোতিষশাস্ত্র, আল কানুন আল মাসউদী, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি, ক্যালকুলাস, গণিতজ্ঞ, দার্শনিক, কিতাবুল জিবার, ঘন সমিকরণ, পাটিগণিত, বীজগণিত।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় মুসলমানদের অনেক অবদান রয়েছে। আধুনিক যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে জয়জয়কার দেখা যায়, তা মূলত মুসলমানদেরই জ্ঞানের ফসল। এক সময় জ্ঞানের সকল শাখায়ই মুসলমানদের পদচারণা ছিল। জ্ঞানের অন্যান্য শাখার ন্যায় ভূগোল শাস্ত্র জ্ঞান বিজ্ঞানের একটি অন্যতম শাখা।

ভূগোল শাস্ত্রে মুসলমানদের অবদান

সমাজ সভ্যতার সঙ্গে ভূগোলের সম্পর্ক খুবই নিবিড়। পবিত্র হজ্জ পালন, সালাতের জন্য কিবলা নির্ধারণ, অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ সম্পর্কে জানা, মুসলিম বিশ্বের সাথে যোগাযোগ স্থাপন, ইসলাম প্রচার এবং বিভিন্ন দেশের বাণিজ্যিক পথ নির্ধারণ ইত্যাদির প্রয়োজনে ভূগোল বিষয়ের স্বচ্ছ ধারণা থাকা অপরিহার্য। আব্বাসীয় যুগে মুসলমানগণ ভূগোল শাস্ত্রে ব্যাপক উন্নতি করেছিলেন। মুসলমান ভূগোলবিদগণই প্রথম 'পৃথিবী গোলাকার' বলে ধারণা দিয়েছিলেন। ইউরোপীয়রা তখন পৃথিবী সমতল বলে অভিমত দিয়েছিল। পৃথিবীর মানচিত্র বোঝার জন্য আল খাওয়ারিযিমি, আল মাসউদি, আল মুকাদ্দাসি, ইয়াকুব ইবনে আবদুল্লাহ ও ইবনে খালদুনসহ অনেক মণীষী মুসলিম ভূগোল শাস্ত্রে অবদান রেখে গেছেন।

আল খাওয়ারিযিমি

তাঁর পুরো নাম মুহাম্মদ ইবনে মুসা আল আল খাওয়ারিযিমি। তিনি ৭৮০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। আল খাওয়ারিযিমি টলেমির ভূগোল গ্রন্থ আরবিতে অনুবাদ করে তার সাথে মানচিত্র 'সুরত আল আরদ বা পৃথিবীর মানচিত্র' প্রস্তুত করে সংযোজন করেছিলেন। এ মানচিত্রে পৃথিবীকে সাতটি ভূভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল। তিনি পৃথিবীর একটি পরিমাপও তৈরি করেছিলেন। ৮৫০ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইনতিকাল করেন।

আল মাসউদি

তাঁর পুরো নাম আবুল হাসান আলি বিন হুসাইন আল মাসউদি। তিনি বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পরিব্রাজক, ঐতিহাসিক ও ভূগোলবিদ ছিলেন। তিনি তাঁর ঐতিহাসিক 'ভূগোল বিশ্বকোষ' - এ বিভিন্ন দেশের ভ্রমণ কাহিনীর অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছিলেন। এটি ত্রিশ খন্ড বিশিষ্ট। এতে পৃথিবীর আকার-আকৃতি, গতি- প্রকৃতি, বিভিন্ন সাগর-মহাসাগরে ঝড়ের অবস্থান তুলে ধরা হয়েছে। ৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি ভূ-কম্পন বিষয়ে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। ৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে মিশরে তিনি ইনতিকাল করেন।

আল মুকাদ্দাসি

তাঁর নাম মুহাম্মদ এবং পিতার নাম আহমদ। তিনি ৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে বায়তুল মুকাদ্দাস এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তাই তিনি 'আল মুকাদ্দাসি' নামে পরিচিত। মুকাদ্দাসি একজন বিখ্যাত পরিব্রাজক ও ভূগোলবিদ ছিলেন। তিনি দীর্ঘ বিশ বছরের ভ্রমণ অভিজ্ঞতা দিয়ে সর্ববৃহৎ ও সর্বাপেক্ষা মৌলিক ভূগোল গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর গ্রন্থে বিভিন্ন দেশের রঙিন মানচিত্র ও নকশা, বিভিন্ন শিল্পজাত দ্রব্য, মানুষের আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতির নিখুঁত বর্ণনা রয়েছে। এই মনীষী ১০০০ খ্রিস্টাব্দে ইনতিকাল করেন।

ইয়াকুব ইবনে আবদুল্লাহ

ইয়াকুব ইবনে আবদুল্লাহ পারস্যে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর রচিত দু খানি গ্রন্থ 'মুজাম আল বুলদান' ও 'মুজাম আল উদাবা' ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। তিনি এতে বিভিন্ন স্থানের ঐতিহাসিক, জাতিতাত্ত্বিক ও প্রাকৃতিক বিষয়ের বিবরণ বর্ণনা করেছেন। তিনি ১২২৮ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদে ইন্তেকাল করেন।

ইবনে খালদুন

তাঁর নাম আবদুর রহমান এবং পিতার নাম মুহাম্মদ। তিনি ইবনে খালদুন নামে পরিচিত। ১৩৩২ খ্রিস্টাব্দে তিউনিশিয়ায় জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর রচিত 'মুকাদ্দিমা' গ্রন্থটির বিশ্বজোড়া খ্যাতি রয়েছে। এ গ্রন্থে ভূগোল বিষয়ে বিভিন্ন তত্ত্ব ও তথ্যের বর্ণনা রয়েছে। ইবনে খালদুন ১৪০৬ খ্রিস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।

বিজ্ঞানী আল বিরুনি 'কিতাবুল হিন্দ' গ্রন্থে ভূ-বিদ্যা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তিনিই সর্বপ্রথম পৃথিবী গোলাকার বলে মানচিত্র তৈরি করেন।

গণিতশাস্ত্র মুসলমানদের অবদান

বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মত গণিত শাস্ত্রেও মুসলমানগণ অসাধারণ অবদান রেখেছেন। হাসান ইবনে হাইসাম, উমর খৈয়াম ও নাছির উদ্দিন তুসিসহ অনেক মুসলিম মনীষী গণিত শাস্ত্রে অসামান্য অবদান রেখে গেছেন।

আল খাওয়ারিযিমি

তাঁর পুরো নাম মুহাম্মদ ইবনে মুসা আল খাওয়ারিযিমি। তিনি ৭৮০ খ্রিস্টাব্দে খাওয়ারিযিম নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁকে গণিত শাস্ত্রের জনক বলা হয়। তিনি ছিলেন বীজগণিতের আবিষ্কারক। এ বিষয়ে তিনি 'হিসাব আল জাবর ওয়াল মুকাবালাহ' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থের নামানুসারেই পরবর্তিকালে ইউরোপিয়রা 'আল জাবরা' নামকরণ করেন। এতে বিভিন্ন ধরনের আট শতাধিক উদাহরণ রয়েছে। সমীকরণের সমাধান করার ছয়টি নিয়ম তিনিই আবিষ্কার করেন। গ্রন্থটি দ্বাদশ শতাব্দীতে ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ হয়। এটা ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠদান করা হয়। 'কিতাবুল হিসাব আল আদাদ আল হিন্দী' তাঁর পাটিগণিত বিষয়ক গ্রন্থ। তিনিই সর্বপ্রথম পাটিগণিতে সংখ্যাবাচক চিহ্নগুলো ব্যবহার করেন। গণিত শাস্ত্রের উন্নয়নের মূলে খাওয়ারিযিমির অবদান সবচেয়ে বেশি। তাঁর গ্রন্থ দ্বারা অনেক বড় বড় বিজ্ঞানী প্রভাবিত হন।

আল বিরুনি

আল বিরুনি মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান উজবেকিস্তানের 'খারিজমে' জন্মগ্রহণ করেন। তিলি আল বিরুনি নামে পরিচিত। গণিত শাস্ত্র ছাড়াও তিনি ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য, চিকিৎসা ও জ্যোতিষশাস্ত্রে গভীর ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। গণিতশাস্ত্রে আল বিরুনির মৌলিক প্রতিভা সর্বজন স্বীকৃত। এতে জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি, ক্যালকুলাস প্রভৃতি বিষয়ের বিশদ বর্ণনা রয়েছে। তিনি নতুন চাঁদ দেখার বিশেষ পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এ বিষয়ে তিনি একটি গ্রন্থও রচনা করেছিলেন। কাগজ, কলম ও বইপত্র ছিল তার জীবনের অমূল্য সম্পদ। তিনি ১০৪৮ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন।

উমর খৈয়াম

তাঁর পুরো নাম উমর ইবনে ইবরাহিম আল খৈয়াম। তিনি ১০৪৮ খ্রিস্টাব্দে নিশাপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন প্রথম শ্রেণির গণিতজ্ঞ, দার্শনিক ও জ্যোতির্বিদ ছিলেন। তাঁর রচিত 'কিতাবুল জিবার' গণিত শাস্ত্রের একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। এ গ্রন্থে 'ঘন সমিকরণ' সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। সম্পাদ্য প্রশ্নগুলোর সমাধানের বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি তিন ডিগ্রির সমীকরণকে সাতাশ রকমের অনুশীলন করে চারটি শাখায় বিভক্ত করেন। পাটীগণিত এবং বীজগণিতেও উমর খৈয়াম অসাধারণ অবদান রেখে গেছেন। তিনি ১২২২ খ্রিস্টাব্দে ইনতিকাল করেন।

নাসির উদ্দিন তুসি

নাসির উদ্দিন তুসি ১২০১ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি ও জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে ১৬টি গ্রন্থ রচনা করেন।

আল বাত্তানি

আবদুল্লাহ আল বাত্তানি ৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে মেসোপটেমিয়ার বাত্তান শহরে জন্মগ্রহণ করেন। দশম শতাব্দির শ্রেষ্ঠ গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিদগণের মধ্যে আল বাত্তানি অন্যতম। তিনি ত্রিকোণমিতি, গোলকীয় ত্রিকোণমিতি ও জ্যোতির্বিদ্যার বহু সূত্র আবিস্কার করেন। তিনি ৯২৯ খ্রিস্টাব্দে ইনতিকাল করেন।

আলফারাবী ও একজন বিখ্যাত গণিতবিদ ছিলেন। জ্যোতির্বিদ্যা এবং জ্যামিতির উপর তিনি বহুগ্রন্থ রচনা করেন। ৭০টির অধিক ভাষা তাঁর জানা ছিল। আবুল ওয়াফার ত্রিকোণমিতির তালিকা প্রণয়ন করেন। মুহাম্মদ বিন তাইয়্যিব আল সারাকশি গণিত, বীজগণিত সম্পর্কে অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। এছাড়াও অনেক উল্লেখযোগ্য গণিতবিদ আছেন।

সারসংক্ষেপ

এক সময় জ্ঞানের সকল শাখায় মুসলমানদের পদচারণা ছিল। আল খাওয়ারিযিমি, আল মাসউদি, আল মুকাদ্দাসি, ইয়াকুব ইবনে আবদুল্লাহ ও ইবনে খালদুনসহ অনেক মুসলিম ভূগোল শাস্ত্রে অবদান রেখে গেছেন। গণিত শাস্ত্রে আল খাওয়ারেযিমিসহ হাসান ইবনে হাইসাম, উমর খৈয়াম ও নাছির উদ্দিন তুসিসহ অনেক মুসলিম মনীষী ব্যাপক অবদান রেখে গেছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন ঃ

১.আল খাওয়ারিযিমি কত খ্রিস্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন ?

(ক) ৭৮০ খ্রিস্টাব্দে (খ) ৭৯০ খ্রিস্টাব্দে (গ) ৮১০ খ্রিস্টাব্দে (ঘ) ৯১০ খ্রিস্টাব্দে

২. 'সূরত আল আরদ' কে প্রস্তুত করেছিলেন ?

(ক) নাসির উদ্দিন তুসি (খ) আল খাওয়ারিযিমি (গ) আল বাত্তানী (ঘ) ইবনে সিনা

৩. প্রথম গণিতবিদ কে ছিলেন ?

(ক) উমর খৈয়াম (খ) আল বিরুনী (গ) আল মুকাদ্দাসি (ঘ) ইবনে খালদুন

৪. আল মুকাদ্দিমা গ্রন্থটির লেখক কে ?

(ক) আল বিরুনি (খ) ইবনে খালদুন (গ) আল মুকাদ্দাসী (ঘ) আল গাযযালি

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মহানবি (সা)-এর আবির্ভাবের পূর্ব যুগকে 'আইয়্যামে জাহিলিয়া' বলার কারণ–

!. ঐ সময়ে মানুষ অশিক্ষিত ছিলো

!!. মানুষ রাতে অন্ধকারে চলাফেরা করতো

!!!. মানুষ আল্লাহর বিধান ভুলে পাপাচারে লিপ্ত হয়েছিলো

নিচের কোন্‌টি সঠিক?

ক ! খ !!

গ ! ও !! ঘ !!!

২. মহানবি (সা)-এর আবির্ভাবের পূর্বে নারীদের অবস্থা কেমন ছিলো?

ক. নারীরা অশিক্ষিত ছিলো খ. নারীরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিলো

গ. নারীরা অধিকার সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলো ঘ. নারীদের কোনোরূপ মূল্যায়ন করা হতো না

৩. হযরত মুহম্মদ (সা)-এর দাদার নাম কী ছিলো?

ক. আদনান খ. ফিহ্‌র

গ. আবদুল মুত্তালিব ঘ. কুসাই

৪. দুধমাতা হালিমা মহানবি (স.)-কে কত বছর মাতৃস্নেহে লালন-পালন করেন

ক. চার বছর খ. পাঁচ বছর

গ. ছয় বছর ঘ. সাত বছর

৫. দাদার ইনতিকালের পর মুহম্মদ (সা) কার আশ্রয়ে পালিত হন?

ক. আব্বাস (রা.) খ. আবু তালিব
গ. হারিস ঘ. আমির হামযা (রা.)

৬. মহানবি (স.) কোথায় ধ্যানে মগ্ন থাকতেন?

ক. সাওর গুহায় খ. কাবা ঘরে
গ. হেরা গুহায় ঘ. নিজ গৃহে

৭. মহানবি (স.)-এর নিকট প্রথম ওহি নাযিল হয়-

ক. সাফা পাহাড়ে খ. মারওয়া পাহাড়ে
গ. হেরা গুহায় ঘ. সিনাই পর্বতে

৮. মহানবি (স.) নবুয়তপ্রাপ্তির পর সর্বপ্রথম কাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছান?

ক. সাধারণ লোকের কাছে **খ.** নিকটাত্মীয়দের কাছে
গ. প্রতিবেশিদের কাছে ঘ. গরিব লোকদের কাছে

৯. মহানবি (স.) হিজরত করেন?

ক. সিরিয়ায় **খ.** মদিনায়
গ. কুফায় ঘ. বসরায়

১০. মক্কায় কাদের বিরোধিতার কারণে ইসলামের প্রচার ও প্রসার বাধাগ্রস্ত

ক. কাফিরদের খ. কুরাইশদের
গ. মুশরিকদের **ঘ.** উপরের সব ক'টি উত্তরই সঠিক

১১. কারা মহানবি (সা)কে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিলো?

ক. মক্কার সকল গোত্র মিলে খ. শুধু কুরাইশরা
গ. কাইসরা ঘ. মুশরিকরা

১২. হিজরতের সময় কে মহানবি (স.)-এর সফর সঙ্গী ছিলেন?

ক. হযরত আবু বকর (রা.) খ. হযরত উমর (রা.)
গ. হযরত আলি (রা.) ঘ. হযরত আবু হুরায়রা (রা.)

১৩. হিজরতের সময় মহানবি (সা)-এর সাথে কে ছিলেন?

ক. আবু বকর (রা.) খ. উমর (রা.)
গ. আলি (রা.) ঘ. আবু হুরায়রা (রা.)

১৪. কে সর্বদা নবি (সা)-এর সাথে ছায়ার মতো থাকতেন?

ক. আবু বকর (রা.) খ. উমর (রা.)
গ. উসমান (রা.) ঘ. আলি (রা.)

১৫. ইসলাম গ্রহণের পর আবু বকর (রা.) তার সমুদয় সম্পত্তি ইসলামের খিদমতে উৎসর্গ করেন কেন?

ক. সাহাবিদের অনুরোধের কারণে খ. রাসুল (সা.)-এর মধুর ব্যবহারের কারণে
গ. দানশীলতার পরিচয় ফুটিয়ে তোলার জন্যে **ঘ.** ইসলাম ও মুসলিমদের কল্যাণের জন্য

১৬. খ্যাতিমান কুস্তিগির, বীরযোদ্ধা ও সুবক্তা ছিলেন–

ক. আবু বকর (রা.) **খ.** উমর (রা.)
গ. উসমান (রা.) ঘ আনাস (রা.)

১৭. কোন্ খলিফা গভীর রাতে মহল্লায় মহল্লায় ঘুরে বেড়াতেন?

ক. হযরত উমর (রা.) খ. আবদুল মালিক
গ. হিশাম **ঘ. মানসুর**

১৮. হযরত আলি (রা.)-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কোনটি?

ক. জ্ঞানের সাধক খ. জাঁকজমকপূর্ণ জীবনের অধিকারি
গ. সংসার বিরাগী ঘ. গণতন্ত্রের প্রবর্তক

১৯. মহানবি (সা) কেন আলি (রা.)-কে 'আসাদুল্লাহ' উপাধি দিয়েছিলেন?

!. হযরত আলি (রা.) ছিলেন শৌর্যে বীর্যে অসাধারণ
!!. 'কামুস' দুর্গ জয় করেছিলেন বলে
!!!. তার নাম শুনলে কাফিরদের মনে ত্রাস সৃষ্টি হতো বলে

নিচের কোন্টি সঠিক?

ক ! **খ !!**
গ !!! ঘ ! ও !!!

২০. ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর প্রকৃত নাম কী?

ক. নুমান খ. যায়েদ
গ. আনাস ঘ. মালিক

২১. আবু হানিফা (র.)-এর পিতার নাম কী?

ক. সাবিত খ. মুহাম্মদ
গ. সাইদ ঘ. উমর

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

০১. সাদ ও মাহি দুই বন্ধু। তারা একদিন ওয়াজ শুনতে গেল। প্রধানবক্তা মহানবি (স.)-এর আবির্ভাবকালীন আরবের অবস্থা, তাঁর শৈশব ও কৈশোর কাল সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। আলোচনা শুনে তারাও একমত হলো যে, মুহাম্মদ (স.) ছিলেন সমগ্র মানবজাতির আদর্শ। অতঃপর তারা বললো, আমরা সকল ক্ষেত্রে তাঁর জীবনাদর্শ অনুসরণ করবো।

ক. আইয়ামে জাহিলিয়া অর্থ কী? ১
খ. আইয়ামে জাহিলিয়ার পরিচয় দিন। ২
গ. মহানবি (স.)-এর শৈশব ও কৈশোর কাল সাদ ও মাহির জীবনে কীরূপ প্রভাব ফেলছে? আলোচনা করুন। ৩
ঘ. আইয়ামে জাহিলিয়ার সামাজিক ও সাংস্কৃতি অবস্থার বিবরণ দিন ৪

০২. মাওলানা বশির আহমাদ একজন বিখ্যাত আলিম। হিজরত সম্পর্কে বলতে গিয়ে সকলকে উদ্দেশ্যে করে তিনি বলেন, মক্কায় কুরাইশদের চরম বিরোধিতার কারণে ইসলামের প্রচার ও প্রসার বাধাগ্রস্ত হওয়ায় মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর নির্দেশে মদিনায় হিজরত করেন। তিনি ৬২২ খ্রিস্টাব্দে হিজরত করে মদিনায় পৌছেন। হিজরত মহানবি (স.)-এর জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়।

ক. হিজরত অর্থ কী? ১
খ. হিজরত বলতে কী বোঝায়? ২
গ. মাওলানা বশির আহমাদ মহানবি (স.)-এর হিজরতের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে কী ব্যাখ্যা দেন? ৩
ঘ. ইসলামের ইতিহাসে হিজরতের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিশেণ্ডষণ করুন। ৪

০৩. খুলাফায়ে রাশেদিনের প্রথম খলিফা ছিলেন হযরত আবু বকর (রা.)। বয়স্কদের মধ্যে তিনি প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। মহানবি (স.)-এর প্রতি তাঁর ছিলো গভীর ভালোবাসা। তিনি সকল যুদ্ধে মহানবি (স.)-এর সঙ্গে তিনি ছিলেন। মুসলিমদের দুর্দিনে তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন। এ জন্য মুসলিম ঐতিহাসিকগণ তাঁকে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলে আখ্যায়িত করেন।

ক. আবু বকরের (রা.)-এর প্রকৃত নাম কী? ১

খ. তাবুক যুদ্ধে আবু বকর (রা.)-কে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয় কেন? ২

গ. "আবু বকর (রা.)-এর কুরআন সংরক্ষণের পদক্ষেপ ছিলো সময়োপযোগী।" ব্যাখ্যা করুন। ৩

ঘ. আবু বকর (রা.)-এর ইসলামি রাষ্ট্রকে সুসংহত করার বিভিন্ন পদক্ষেপগুলো লিখুন। ৪

০৪. মাহবুব সাহেব একজন নবনির্বাচিত ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান। তিনি একজন সৎ লোক। দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে তিনি গভীর রাতে আপন পর না ভেবে ঘুরে ঘুরে দরিদ্র লোকদের তালিকা তৈরি করেন। বিচার শালিসের ক্ষেত্রেও তিনি পক্ষপাতিত্ব না করে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সদা সচেষ্টা থাকেন।

ক. হযরত উমর (রা.)-কে ছিলেন? ১

খ. মহানবি (স.) কেন হযরত উমর (রা.)-কে ফারুক উপাধিতে ভূষিত করেন? ২

গ. উমর (রা.) ইসলাম গ্রহণের কারণ কী? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করুন। ৩

ঘ. উমর (রা.) ইসলাম গ্রহণে ইসলাম আরও শক্তিশালী হয়।'-বিশেণ্ডষণ করুন। ৪

উত্তরমালা : ১ (ঘ), ২ (ঘ), ৩ (গ), ৪ (গ), ৫ (খ), ৬ (গ), ৭ (গ), ৮ (খ), ৯ (খ), ১০ (ঘ), ১১ (ক), ১২ (ক), ১৩ (ক), ১৪ (ক), ১৫ (ঘ), ১৬ (খ), ১৭ (ক), ১৮ (ক), ১৯ (খ), ২০ (ক), ২১ (ক)।

নমুনা প্রশ্ন

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা (সৃজনশীল)

কোর্স কোড : SSC-1654

সময়–২ ঘণ্টা ১০ মিনিট পূর্ণমান–৬০

[দ্রষ্টব্য: ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগসহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যে কোনো ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। নাবিল ও রায়হান দু'বন্ধু মিলে ধর্ম নিয়ে আলোচনা করছিল। পৃথিবীতে ইসলাম, হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্মের প্রচলন রয়েছে। নাবিল মনে করে যে, স্রস্টা বা ধর্ম বলতে কিছুই নেই। জীবন পরিচালনার জন্য মানুষের জ্ঞান, বিবেক এবং বুদ্ধিই যথেষ্ট। কিন্তু তার বন্ধু রায়হান দ্বিমত পোষণ করে বলে যে, সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে জীবন পরিচালনার জন্য ইসলামের কোনো বিকল্প নেই, কেননা ইসলামই হলো একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা।

(ক) আকাইদ অর্থ কী? ১

(খ) শিরক ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ কেন? ২

(গ) নাবিলের ধারণা কীরূপ? ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) উদ্দীপকে বর্ণিত রায়হানের বক্তব্যের যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

২। রাফি একজন ব্যবসায়ী। সে মালে ভেজাল দিয়ে বিক্রি করে। ওজনে কম দেয়। পক্ষান্তরে তার ভাই সামী কথায় কথায় অন্যের অনুপস্থিতিতে সমালোচনা করে। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনের দোষ খুঁজে বেড়ায়।

(ক) ইমানের বিপরীত কী? ১

(খ) ইমান ও ইসলামের সম্পর্ক বুঝিয়ে লিখ। ২

(গ) ইসলামের দৃষ্টিতে কী ধরনের লোক? ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) সামীর কার্যাবলি মূল্যায়ন কর। ৪

৩। শিক্ষক মহোদয় শ্রেণিতে ইসলাম শিক্ষা পড়াতে গিয়ে বলেন যে, মহান আল্লাহ তায়ালা মানব জাতিকে হেদায়েত করার জন্য যুগে যুগে অসংখ্য নবী ও রাসূল প্রেরণের পাশাপাশি তাঁদের ১০৪ খানা আসমানী কিতাব নাযিল করেছেন। তবে নাযিলের ক্ষেত্রে অন্যান্য আসমানি কিতাবের সাথে পবিত্র কুরআন শরীফের বিশেষ পার্থক্য রয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, 'পবিত্র কুরআন হচ্ছে সর্বশেষ, সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বজনীন ও সন্দেহমুক্ত একটি মহাগ্রন্থ।'

(ক) আল-কুরআন কোথায় সংরক্ষিত ছিল? ১

(খ) খতমে নবুয়ত বলতে কী বুঝায়? ২

(গ) নাযিলের ক্ষেত্রে অন্যান্য আসমানি কিতাবের সাথে আল-কুরআনের বিশেষ পার্থক্য বলতে শিক্ষক কী বুঝাতে চেয়েছেন- ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) শিক্ষকের সর্বশেষ উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। জনাব আতিক ও রফিক দুজন ইমানদার প্রতিবেশি। তারা উভয়েই ইসলামের বিধানাবলি মেনে চলার পাশাপাশি জনকল্যাণমুলক কাজে সময় ব্যয় করেন। আতিক গত বর্ষার মৌসুমে রাস্তার দুপাশে এক হাজার ফলজ ও বনজ গাছ রোপণ করেন। অপরপক্ষে রফিক সাহেব ভেজাল পরিহার করে ন্যায্যমূল্যে জিনিসপত্র বিক্রি করলে ক্রেতাগণ তাঁর বিক্রয় কেন্দ্রে ভীড় জমায়?

(ক) ইজমা অর্থ কী? ১

(খ) হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) কে ইসলামের ত্রাণকর্তা হয় কেন? ২

(গ) জনাব আতীকের কাজটি কীরূপ? সংশ্লিষ্ট হাদিসের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) জনাব রফিকের পদক্ষেপটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

৫। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক আলমগীর সাহেব ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেন, আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রত্যেক মুসলমানের জিহাদ করা কতর্ব্য। এ জিহাদ হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। অনেকেই জিহাদ বলতে শুধু রক্তপাত ও কতল (হত্যা) বুঝেন। এটা সঠিক নয়। ইসলামি জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে এক শ্রেণির লোক জিহাদ ও

সন্ত্রাসকে এক করে ফেলেছেন। বাস্তবে উভয়ের মধ্যে বিশাল পার্থক্য বর্তমান। তিনি আরও বলেন যে, 'মানুষকে সত্যনিষ্ঠ ও নৈতিক গুণে গুণান্বিত করাও জিহাদের অন্যতম উদ্দেশ্য।

(ক) হারবুল ফিজার অর্থ কী? ১

(খ) 'সাওম ঢালস্বরূপ' বুঝিয়ে লিখ। ২

(গ) শিক্ষক আলমগীর সাহেব 'আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে জিহাদ দ্বারা কী বুঝিয়েছেন- ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) উদ্দীপকে জিহাদ ও সন্ত্রাস সম্পর্কে যে পার্থক্য দেখানো হয়েছে তা ইসলামের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

৬। সেলিম ও আরিফ সাহেব দু'বন্ধু। সেলিম সাহেব একটি বিরাট কারখানার মালিক। এখানে শতাধিক শ্রমিক কাজ করে। তিনি শ্রমিকদের পাওনা প্রদানে প্রায়ই গড়িমসি করেন। এতে শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। যথারীতি বেতন-ভাতাদি না পাওয়ায় ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। অপর দিকে আরিফ ছোটবেলা থেকে পরোপকারী ছিলেন। তিনি লেখাপড়া শেষ করে বর্তমানে সেনাবাহিনীর একজন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা। একদিন রাস্তায় স্কুল শিক্ষকের সাথে তাঁর দেখা হয়। তিনি তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করে গাড়িতে উঠিয়ে গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দেন।

(ক) জিহাদ শব্দের অর্থ কী? ১

(খ) মহানবী (স) এর জীবদ্দশায় হাদীস লিখে রাখা নিষেধ ছিল কেন? ২

(গ) সেলিম সাহেবের আচরণে কার অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে? ইসলামের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) আরিফ তার শিক্ষকের যোগ্য উত্তরসূরী-পাঠ্য বইয়ের আলোকে উক্তিটির মূল্যায়ন কর। ৪

৭। সুমন ও ইমন দু'ভাই। ইমন কোনো কাজ করতে চায় না। তাকে কাজ করতে বললে সে বলে, "মুখ দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি।" অপরদিকে সুমন আযান শুনলে সবকাজ ফেলে সংশ্লিষ্ট ইবাদতের জন্য প্রস্তুতি নেন এবং সম্পাদন করেন। কারণ তিনি জানেন, উক্ত ইবাদতই মানুষকে মহান আল্লাহর নৈকট্যলাভে সহায়তা করে।

(ক) ইবাদত কত প্রকার? ১

(খ) হাক্কুল ইবাদ বলতে কী বুঝায়? ২

(গ) ইমনের মনোভাব ও ধারণা কেমন হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) মুসলমানদের জীবনে সুমন কর্তৃক সম্পাদিত ইবাদতটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম- বিশ্লেষণ কর। ৪

৮। আমিন সাহেব একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি। তিনি এলাকার মানুষকে ঋণ দিয়ে মূল পরিমাণের চেয়ে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করে থাকেন। কিন্তু তাঁর ভাই লেখাপড়া শেষ করেও কর্মহীন জীবনযাপন করছে। কেউ তাকে কোনো কাজে নিযুক্ত হওয়ার পরামর্শ দিলে সে উত্তরে বলে- কোনো কাজই আমার ভালো লাগে না।

(ক) ওয়াদা পালন কোন আখলাকের অন্যতম গুণ? ১

(খ) ফিতনা-ফাসাদ বলতে কী বুঝায়? ২

(গ) আমিন সাহেবের কর্মকাণ্ডের পরিচয় পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) উদ্দীপকে আমিন সাহেবের ভাই এর কাজের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ- মতামত দাও। ৪

৯। প্রধান শিক্ষক শহীদ সাহেব তার ছাত্র শাকেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন যে, "শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো বয়স নেই।" তুমি কী শুননি একজন মহান মনীষী ১৭ বছর বয়স থেকে জ্ঞান সাধনা আরম্ভ করেও অতি অল্প সময়ের মধ্যে হাদীস, তাফসির, ফিকহসহ বিভিন্ন বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। তিনি ফিকহ শাস্ত্রের উদ্ভাবকও ছিলেন। তিনি আরও বলেন যে, 'সকল শিক্ষার্থীর নিয়মিত স্কুলে যাওয়া উচিত। সর্বাবস্থায় শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও শিক্ষকের আদর্শ মেনে চলা উচিত।'

(ক) যুন্নুরাইন কাকে বলা হয়? ১

(খ) খুলাফায়ে রাশেদুন বলতে কী বুঝ? ২

(গ) উদ্দীপকে প্রধান শিক্ষক শহীদ সাহেব কোন মুসলিম মনীষীর জ্ঞান সাধনার বর্ণনা দিয়েছেন- তা ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) শিক্ষকের সর্বশেষ বক্তব্যটি একজন আদর্শ শিক্ষার্থীরূপে গড়ে উঠার ইঙ্গিত বহন করে–মন্তব্য কর। ৪